জাতীয় ই-বাণিজ্য/ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা (Preamble)

অধ্যায়-০১ঃ জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়নের পটভূমি

১. ভূমিকা
২. যৌক্তিক ভিত্তি/ ই-বাণিজ্য ও বাংলাদেশের সংবিধান
৩. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ
৪.কাঠামো ও অনুসৃত রীতি
৫. প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ই-কমার্স

অধ্যায়-০২ঃ জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার বিবরণ

১. জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ
২. জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অধ্যায়-০৩ঃ বাস্তবায়ন কৌশলগত বিষয়

অধ্যায়-০৪ঃ কৌশলগত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা

অধ্যায়-০৫ঃ জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রস্তাবনা (Preamble)

প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থায় উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হিসেবে তথ্য ও প্রযুক্তি খাত স্বীকৃত। এ ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান সাপেক্ষে সরকার দেশের শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্য ও যোগাযোগ সহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। তথ্য ও প্রযুক্তি সারা বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের এ খাতে ইতোমধ্যে ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধন করেছে। তাই, বর্তমান যুগকে 'ই-বাণিজ্য' বা 'ই-বাণিজ্য' যুগ বলা অত্যুক্তি হবে না। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আধুনিক এ ব্যবস্থায় ই-বাণিজ্য বা ই-বাণিজ্য এর অস্তিত্ব বা গুরুত্বকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

ই-বাণিজ্য নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরী এবং গ্রামীন ও মফস্বল এলাকা তথা সারাদেশের শিক্ষিত/স্বল্পশিক্ষিত/অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে তাদের জন্য স্বচ্ছল জীবন-যাপন এর সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং রাজধানী সহ কতিপর শহর নির্ভর কর্মসংস্থান ব্যবস্থায় চাপ হ্রাসকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। কেননা, এ নতুন ব্যবসা পদ্ধতিতে কোনরূপ মধ্যস্বত্বভোগীর সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র আইসিটি এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে। এ প্রেক্ষিতে, সরকারের ভিশন-২০২১ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অধিকতর বেগবান হবে এবং সারা দেশে রপ্তানীযোগ্য বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানী পণ্যের গুণগত মান ও তুলনামূক মূল্য নিশ্চিত করা, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় তথ্য ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য ও সেবা রপ্তানীর বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের প্রাধিকার নির্ধারণ সহ বিভিন্ন কর্মকান্ড গতিশীল হবে। ফলশ্রুতিতে, দেশের জিডিপি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং সারাদেশের বৃহত্তর বেকার জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন গতিশীল ও সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে গতিশীল করা, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উপযোগি ও সুদৃঢ়করণ সহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বিকশিত ও আধুনিকায়ন করা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ই-বাণিজ্য/ই-বাণিজ্য নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি সর্বজনবিদিত যে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত একটি জাতীয় নীতিমালা ছাড়া বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আস্থাজনক ব্যবসা উপযোগী পরিবেশ গঠন সম্ভব নয়; যা জাতীয় টেকসই উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ই-বাণিজ্য বা ই-বাণিজ্য এর সকল কর্মকান্ড বিদ্যমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুরূপ বিধায় প্রস্তাবিত এ নীতিমালায় দেশের বিদ্যমান আমদানী ও রপ্তানী নীতিমালার বিষয়বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রেখে ই-বাণিজ্য/ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি অন্তভূক্তিকরণ, সম্প্রসারণ, করণীয় বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ সহ স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, কোম্পানী আইন সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার আইন এবং নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন এর প্রস্তাবনা সম্বলিত জাতীয় ই-বাণিজ্য/ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিশ্ব ই-বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা একান্ত নবীন এবং এ বিষয়ে আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট কোন নীতিমালা এখনও প্রণীত হয়নি। এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায়, খসড়া এ নীতিমালার বিষয়বস্তুতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন এবং যাচাই-বাছাই এর লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। অতঃপর প্রতিবেশী দেশসমূহ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের ই-বাণিজ্য খাতে অভিজ্ঞতা ও প্রণীত নীতিমালা হতে বিস্তারিত জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটি e-Commerce Association of Bangladesh (e-CAB)-কে সাথে নিয়ে যৌথভাবে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ই-বাণিজ্য খাতে দক্ষ, অভিজ্ঞ এক্সপার্টদের সমন্বয়ে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

অধ্যায়-০১

জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়নের পটভূমি

১. যৌক্তিক ভিত্তি/ ই-বাণিজ্য ও বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের ১৫, ১৬ এবং ১৯ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্য নিম্নরূপঃ

> "১৫. (খ) রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির সমৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্ম-সংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার অর্জন নিশ্চিত করা যায়"
>
> "১৬. নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাথ্যেও উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমুল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"
>
> "১৯. (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।
>
> (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রেও সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিরবর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত উদীয়মান সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সারা দেশে রপ্তানীযোগ্য বহুমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রপ্তানী পণ্যের গুণগত মান ও তুলনামূলক মূল্য নিশ্চিতকরণ, পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ, সম্ভাবনাময় তথ্য ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্য ও সেবা রপ্তানীর বাজার সম্প্রসারণ, পণ্যের প্রাধিকার নির্ধারণ সহ বিভিন্ন কর্মকান্ড গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান উপযোগি ও সুদৃঢ়করণ সহ সারাদেশের বৃহত্তর বেকার জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা এবং জাতীয় টেকসই উন্নয়ন গতিশীল ও সুনিশ্চিত করার বাস্তবভিত্তিক কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করলে, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকশিত ও আধুনিকায়ন এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এর ক্ষেত্র উন্মোচনেই-বাণিজ্য/ই-বাণিজ্য অসামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই, এ নীতিমালা রাষ্ট্রর সকল পরিকল্পনাবিদ এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য একটি অনুসরণীয় নির্দেশিকা। একই সাথে এটি বেসরকারী যে কোন ব্যবসায়ী খাত, আইসিটি খাত, এনজিও ও সুশীল সামজের জন্য বিনিয়োগ, সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি সার্বিক দিকনির্দেশনা।

২. বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প-২০২১ পরিকল্পনা সারাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে বাস্তবায়ন এর কাজ একযোগে চলমান রয়েছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত উন্নয়নের অন্যতম চালিকা

শক্তিহিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। উন্নয়নের এ ডিজিটাল প্রবাহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দেশের ইন্টারনেট সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে এবং বিগত কয়েক বছরে ডিজিটাল বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জনসেবা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ প্রেক্ষিতে, জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা বিশ্বদরবারে প্রশংসিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত বেশকিছু সুবিধা সারাদেশে ব্যাপকহারে প্রসাারণ এবং তা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়ায় দেশব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে প্রযুক্তিগত অপরাপর সুবিধাসমূহ হতে আরও বেশী লাভবান হওয়ার আকাঙ্খা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সারাদেশ ৩-জি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত এবং নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ৪-জি নেটওয়ার্ক এর অতি শীঘ্রই অন্তর্ভূক্তিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য, সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ৫,২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার যা আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি এর আওতাভুক্ত যার মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের বৃহৎ জনগোষ্ঠী জীবন ঘনিষ্ঠ নানাবিধ বিষয়ে যেমন- পরীক্ষার ফলাফল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য, চাকুরী বিষয়ক তথ্য, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ই-মেইল যোগাযোগ, জন্ম-মৃত্যুর নিবন্ধন, মোবাইল ব্যাংকিং সহ বিবিধ সরকারী সেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে এই নীতিমালার এ্যাকশন প্ল্যানে উল্লিখিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন সহজেই সম্ভব বলে আশা করা যায়।

বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন বেগবান করার স্বার্থে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে ডিজিটাল অর্থনৈতিক কাঠামোতে রূপান্তর করা সময়ের দাবী। বিগত ২০০৯ সালে দেশে মোবাইল ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যা ছিল ৫.২৪ কোটি যা প্রতি বছর গড়ে ২১% হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১২.৫৯ কোটিতে উন্নীত হয় এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪.৭৪ কোটিতে পৌঁছায়। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরী কমিশন (বিটিআরসি) এর সূত্র মতে, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২.৮৯ কোটি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬.৩৯ কোটি যা গোটা ইংল্যান্ড এর মোট জনসংখ্যার প্রায় সমান।২০১৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ২৫% ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে যা বিটিআরসি'র সূত্রমতে, ২০১৬ সালের মধ্য সময় পর্যন্ত ৩৯% বেড়েছে যেখানে উন্নত দেশের সাথে তুলনা চিত্রে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে এই হার ৭৬%। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিটিআরসি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের মোট ১৩১.৩৭ মিলিয়ন মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে ভারত এবং পাকিস্তানে এই পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৭৮% এবং ৬৬%।

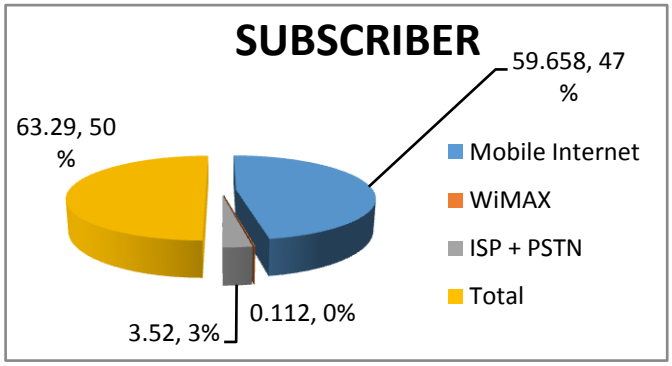

UNCTAD ১৩০টি দেশের ই-বাণিজ্য খাতসমূহ নিরীক্ষান্তে B2C E-commerce Index প্রস্তুত করেছে। দেখা যায় যে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা একটি দেশের ই-বাণিজ্য খাতের অবস্থান নির্ণয়ের প্রধান সূচক হিসেবে কাজ করে।

দেশে ই-বাণিজ্য কর্মকান্ড দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি মাসে নতুন নতুন সাইট এর আগমন ঘটছে। যদিও এ খাতের বর্তমান অবস্থা এবং ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রীর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে খুব একটা গবেষণা পরিচালিত হয়নি; তবে Kaymu.com.bd কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'A Report on e-commerce Trends in Bangladesh' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খাত ধীরে ধীরে উন্নতি করছে। এ প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শণ করা হলোঃ

E-Commerce Growth Rate			
Year	Q1-Q2	Q2-Q3	Q3-Q4
2014 (Recorded)	27%	39%	51%
2015 (Predicted)	60%	72%	79%
2016 (Predicted)	85%	95%	100%

উপরোক্ত ছক অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে এই হার বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। Kaymu-এর ভবিষ্যবাণী অনুযায়ী, ই-বাণিজ্য খাতে লেনদেন প্রতিবছর কমপক্ষে ১০% বৃদ্ধি পাবে।

ই-বাণিজ্য এর ক্রেতারা মূলতঃ শহর-কেন্দ্রিক; তন্মধ্যে ৮০% ক্রেতার ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামের। এদের মধ্যে ৩৫% ঢাকার, ৩৯% চট্টগ্রামের এবং ১৫% গাজীপুরের অধিবাসী। অন্য দু'টি শহর হলো ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জ এবং অন্যটি আরেকটি মেট্রোপলিটান শহর সিলেট। ৭৫% ই-বাণিজ্য ব্যবহারকারীর বয়স ১৮-৩৪ বছরের মধ্যে।

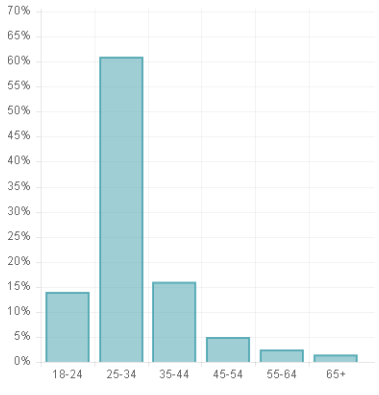

গুগল ব্যবহারকারীদের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেশীরভাগ ব্যবহারকারী বয়সে তরুন। ২০১৩-২০১৫ সালের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় মোবাইল ফোন এবং ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর অনুসন্ধান সবচেয়ে বেশী বলে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, ফ্যাশন আইটেম যেমন পোষাক, ঘড়ি ইত্যাদি বেশী অনুসন্ধান করা হয়। Kaymu এর তথ্য মতে, মোবাইল ব্যাংকিং এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও ৯৫% ভোক্তা এখনও ক্যাশ অন ডেলিভারী পদ্ধতিকে বেশী পছন্দ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি এর ৬৫% মানুষের বয়সসীমা ৩৫ বছর। সংখ্যার দিক থেকে তাই বাংলাদেশ শুধুমাত্র বৃহৎ (জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে ৮ম) নয়; মোবাইল ও ইন্টারনেট সহ প্রযুক্তিগত উপকরণের বৃহৎ অংশীদার এই যুব সম্প্রদায়। এ বিবেচনায় যুব সম্প্রদায় সংখ্যার দিক থেকেও বাংলাদেশ বৃহৎ একটি দেশ। এছাড়া, প্রতি বছর বাংলাদেশের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৭% যা বর্ধিষ্ণু নগরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয় বাড়িয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী-ই ই-বাণিজ্য কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি। ফলে, দেশে ই-বাণিজ্য খাত এর কাঙ্খিত উন্নয়ন যুগের দাবী।

ই-বাণিজ্য খাত দেশের জন্য যুগোপযোগী ও সম্ভবনাময় খাত হিসেবে সরকারের কাছে বিবেচিত। কেননা, অতীতের সকল প্রযুক্তির তুলনায় বর্তমান ইন্টারনেট প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অনেক বেশী সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট প্রতীয়মান, ই-বাণিজ্য শিল্প ও উৎপাদন জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে দেশের জিডিপি-তে প্রত্যক্ষ অবদান রাখতে সক্ষম। ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সহজেই আন্তর্জাতিক বিশাল বাজারে প্রবেশের সুযোগ ও গবেষণার অবাধ ক্ষেত্র সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক মূল্য প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ততা, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প খরচে লেনদেনসহ নানাবিধ সুবিধা পাওয়া সম্ভব। ফলশ্রুতিতে, দেশের রপ্তানী উন্নয়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি সহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

সময় ও জন আকাঙ্খা পূরণে সরকার 'ভিশন ২০২১ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ' সম্পর্কিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল জাতিতে পরিণত করার বিষয়ে বদ্ধ পরিকর। এর ধারাবাহিকতায় ই-বাণিজ্য বিষয়ে ডব্লিউটিও ও ই-বাণিজ্য খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নীতিমালায় উল্লিখিত দিকনির্দেশনা এবং বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও পরিকল্পনাসমূহের আলোকে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

৩. কাঠামো ও অনুসৃত রীতি

একটি মাত্র রূপকল্প, ১৬ টি উদ্দেশ্য, ১৬টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ১৮১ টি করণীয় বিষয়ে এ নীতিমালায় পিরামিড আকারে ক্রমবিভক্ত করে সাজানো হয়েছে।

রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্য, রপ্তানী ও আমদানী নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন ও অন্যান্য কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বিধান সাপেক্ষে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল আইসিটি এবং ই-বাণিজ্য পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

এই নীতিমালার ক্ষেত্রে রূপকল্প, উদ্দেশ্য, কৌশলগত বিষয়বস্তু ইত্যাদির নিম্নরূপ সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছেঃ

রূপকল্প (Vision)ঃ বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত-কে যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন ও টেকসই জাতীয় অর্থনীতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং সারাদেশে ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরী ও অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

উদ্দেশ্য (Objective)ঃ রূপকল্প অর্জনের জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো লক্ষ্যমাত্রা।

কৌশলগত বিষয় (Strategic Aspect)ঃ নির্দিষ্ট কতগুলো করণীয় বিষয়ের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভিত্তিক সুপারিশ।

কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)ঃ কৌশলগত বিষয়ের আওতাভুক্ত একটি কাজ যার ফলাফল, সময়সীমা এবং বাস্তবায়নকারী সুনির্দিষ্ট।

৩. প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ই-কমার্সঃ

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ৬ষ্ঠ (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম (২০১৬-২০২০) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তি খাত শক্তিসালীকরণকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে উদ্ভাবনক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আগামী এক দশকে আইসিটির উন্নয়নই হবে সমস্ত উন্নয়ন এজেণ্ডার উপজীব্য। এক্ষেত্রে জনগণের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক লেনদেন ই-কমার্সের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। যার ফলে এ নীতিমালাটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।

কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ মেয়াদ স্থির করা হয়েছেঃ

- স্বল্প-মেয়াদী (২০১৭ সাল),
- মধ্য-মেয়াদী (২০১৯ সাল), এবং
- দীর্ঘ-মেয়াদী (২০২১ সাল)।

তবে যে সকল করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় প্রয়োজন, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

অধ্যায়-০২

জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার বিবরণ

১. জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ

২.১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ-

২.১.১. এ নীতিমালা 'জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬'নামে অভিহিত হবে।

২.১.২. ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে এ নীতিমালার আওতায় আমদানী ও রপ্তানী নীতিমালায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ পণ্য ও সেবা ব্যতিরেকে বাংলাদেশে সকল প্রকার পণ্য ই-বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় আমদানী ও রপ্তানী-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২.১.৩. এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর নতুন নীতিমালা জারি না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে।

২.১.৪. এ নীতিমালায় যা কিছু থাকুক না কেন, সময়ে সময়ে অর্থ আইন বা অন্য কোন আইনের অধীনে প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে আমদানী বা রপ্তানী সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন বিধান জারি করা হলে উক্ত বিধান, এ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এ নীতিমালার উপর প্রাধান্য পাবে।

২.১.৫. এ নীতিমালার আওতায় ই-বাণিজ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলতে এমন কোম্পানীকে বোঝাবে যা কোম্পানী এ্যাক্ট-১৯৯৪-এর আইন দ্বারা নিবন্ধিত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫, জাতীয় আমদানী ও রপ্তানী নীতিমালা,সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা এর আলোকে এবং এর সাথে সাথে (যেখানে যা প্রযোজ্য) বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ আইন-১৯৮০ (প্রচার ও সুরক্ষা) বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ প্রবিধান ১৯৮৯, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন-১৯৮০, টেলিযোগাযোগ আইন-২০০১, শিল্প আইন- ২০০৫ ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন- ২০১০ দ্বারা পরিচালিত।

২.১.৬. এই নীতিমালার আওতায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, আমদানীকারকের নিজস্ব ওয়েবসাইট, প্রথাগত বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত দোকান (Brick and Morter Shop), শ্রেণীবদ্ধ ওয়েবসাইট, বিদেশী ই-বাণিজ্য কোম্পানীর মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান, মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কোম্পানী (MLM), মোবাইল অপারেটর ও তাদের সিস্টার কনসার্ন, ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ট্রেড লাইসেন্স এবং চূড়ান্ত ডিজিটাল প্রক্রিয়া (পণ্য ও সেবা অর্ডার এবং লেনদেন এর জন্য) বিহীন ফেসবুক পেইজ ই-বাণিজ্য স্বত্বা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

২. জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত-কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) ও ই-বাণিজ্য খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় উল্লিখিত দিকনির্দেশনা এবং বাংলাদেশের প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও পরিকল্পনাসমূহের আলোকেদেশের ই-বাণিজ্য খাতের সক্ষমতা (Strength) ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ, দূর্বলতা দূরীকরণে আশু করণীয় উপায় অনুসন্ধান এবং যুগোপযোগীকরণের মাধ্যমে দেশের ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়বস্তুকে বহুমূখীকরণের মাধ্যমে সম্প্রসারণ; একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা; দূর্নীতি হ্রাসকরণ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; ডিজিটাল ডিভাইড ও গ্যাপ দূরীভূতকরণের মাধ্যমে সামাজিক সমতা ও ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি; সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে ই-বাণিজ্য ভিত্তিক উদ্যোক্তা তৈরী; অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; এবং টেকসই জাতীয় অর্থনীতি গঠনের মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন।

উদ্দেশ্য (Objectives)

- **সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা/সমতা (Social Equity) নিশ্চিতকরণঃ** প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষ সহায়তা লাগতে পারে এমন ব্যক্তিসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ই-বাণিজ্য খাতে সম-সুযোগ এবং সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সামাজিকন্যায়পরায়ণতা ও লিঙ্গ সমতা বিধান করা।

- **নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা (Integrity)ঃ** ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল তৈরী, নীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শণপূর্বক ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সরকার এবং বাণিজ্যিক সংগঠনের সকল সদস্যের অংশগ্রহণ, সরকার কর্তৃক ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টি ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

- **সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Universal Access) নিশ্চিতকরণঃ** সকলের জন্য টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা সহজীকরণ সহ ই-বাণিজ্য খাতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে নির্ভরযোগ্য আইসিটি, সড়ক ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এফবিসিসিআই ভুক্ত চেম্বার অব কমার্স এর সকল সদস্যসহ SMME মডেলভুক্ত এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ সকল শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য ই-বাণিজ্য খাতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ।

- **ই-বাণিজ্য/E-Business সম্পর্কিত কর্মকান্ড পরিচালনা বিষয়ক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ** দেশের ই-বাণিজ্য খাতকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ এবং এ খাত এর দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহে গবেষণা কার্য পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান ও উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সরকার এবং দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন, e-Commerce Association of Bangladesh (e-CAB) ও Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS) এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে বিভিন্ন কার্যকরী কমিটি যেমন-Advisory Committee, Inter-agency Planning Committee,Technical Committee গঠন এবং E-Business উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয়/সেন্টার প্রতিষ্ঠা।

- **ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় অনুসন্ধান ও বাস্তবায়নঃ** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ই-বাণিজ্য খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর আলোকে সক্ষমতা (Strength) ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ এবং ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট সক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ এবং দূর্বলতা দূরীকরণে মেকানিজম অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন এবং যুগোপযোগীকরণ এর মাধ্যমে দেশের ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।

- **ই-বাণিজ্য খাতের সম্প্রসারণে মানব সম্পদ উন্নয়নঃ** আইসিটি এর বিষয়বস্তু এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দেশের শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন করা; মেধাসম্পদ এবং দক্ষ ডিজিটাল অর্থনৈতিক জনবল তৈরী।

- **ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনা ও তদারকিঃ** ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সাইবার অপরাধ, সাইবার পাইরেসী, হ্যাকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান ও উদ্ভুত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এরকার্যকরী মেকানিজক উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।

- **আইনী অবকাঠামো প্রণয়নঃ** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা এবং দেশের প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও পরিকল্পনাসমূহের আলোকে দেশের ই-বাণিজ্য খাত এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং বিচার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনী অবকাঠামো প্রণয়ন।

- **ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাঃ** দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বিশ্বব্যবস্থায় উদ্ভুত বিষয়বস্তু, বিশ্ব মার্কেট এর বিভিন্ন চলক ও উপাদানসমূহ নিয়ে নিয়মিত গবেষণা কার্য পরিচালনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করায় সরকারকে করণীয় বিষয়ে সুপারিশ প্রদান এবং উপযুক্ত সৃজনশীল প্রযুক্তিগত সমাধান অনুসন্ধান।

- **ই-বাণিজ্য সহায়ক নিরাপদ ও আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টিঃ** ই-বাণিজ্য খাতের বিভিন্ন দিকসমূহ ও কর্মকান্ড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্য পরিচালনা, এ খাতের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জনিত ভয় দূর করার বিভিন্নমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ, এ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য দেশের সকল জেলা শহরে এবং বিদেশে নিয়মিতভাবে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন, দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের সেবামূলক বিষয়সমূহকে একটি নিরাপদ আন্তঃপরিচালন (Inter-operability) প্রক্রিয়ার আওতাভুক্তকরণ, সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ই-বাণিজ্য পোর্টাল প্রবর্তন, লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত সমস্যা ও অসন্তোষ নিরসনে সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ সহ ই-বাণিজ্য সহায়ক নিরাপদ ও আস্তাজনক পরিবেশ সৃষ্টির সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ।

- **ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানীঃ** দেশের বিদ্যমান নীতিমালা ও আইন এর বিষয়বস্তু অক্ষুন্ন রেখে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটাতে, বৈদিশিক বাণিজ্য হতে আয় বাড়াতে এবং বিভিন্ন খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সকল প্রকারের পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক কর্মকান্ড ই-কমার্সের আওতাভুক্তকরণ এবং আমদানী নির্ভরশীলতা কমাতে আইসিটি শিল্প ও সেবা খাতসহ সকল শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

- **ই-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের সাধারণ নিয়মাবলীঃ** দেশীয় ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রী এর স্বার্থসমূহ প্রাধিকার প্রদানপূর্বক আইসিটি খাত সহ সকল খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উদ্ভুদ্ধকরণ এবং ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা

পরিচালনায় কোম্পানী/ই-বাণিজ্য ব্যবসায়ী নিবন্ধন(Registration) এবং মোবাইল অপারেটরদের নেট নিরপেক্ষতা (Net Neutrality) বাস্তবায়ন।

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ** ই-কমার্সের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবা এর নতুন নতুন মার্কেট সৃষ্টি ও চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে SMME-ভুক্ত শিল্প বিস্তার এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করে আইসিটি বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবী তৈরীর মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

- **ডিজিটাল মার্কেটিংঃ** ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেসবুক, লিঙ্কড-ইন ও গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ওয়েব ও ডিজিটাল যে কোন মিডিয়া ভিত্তিক মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপণ ব্যবস্থায় পরিচালিত ই-বাণিজ্য বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ, ব্যবসা পরিচালনায় বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও সনদ গ্রহণ এর বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ, বিজ্ঞাপনে শঠতামূলক কর্মকান্ড নিরোধের আইনী ব্যবস্থা স্থিরকরণ, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিল প্রদান প্রক্রিয়া ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা এবং ভ্যাট ও কর অব্যাহতি সহ নানাবিধ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ই-বাণিজ্য এর প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা প্রদান।

- **ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টঃ** ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- **ই-বাণিজ্য সহায়ক বিষয়সমূহঃ** ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রীর এর সম্পদের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত মেকানিজম প্রয়োগ, আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান, স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ এর ব্যবস্থা, ইএফটি সহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর লোন স্কীমে আইসিটি বিষয়ক ইন্ডাস্ট্রী এবং SMME-ভুক্ত শিল্প অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকার প্রদান, সারাদেশের সড়ক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশ পোস্টাল ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবা উন্নয়ন, প্রান্তিক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে ব্রডব্যান্ড ও উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান সহ বিভিন্ন ই-বাণিজ্য সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ।

অধ্যায়-০৩

বাস্তবায়ন কৌশলগত বিষয়

১. সামাজিক সমতা (Social Equity)

১.১. মেট্রোপলিটান শহর এর পাশাপাশি অন্যান্য জেলা শহর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রামীন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল সুবিধা সম্পর্কিত বৈষম্য দূর করে নিম্নআয়ের সম্প্রদায়, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষিত/স্বল্প-শিক্ষিত বেকার যুবসম্প্রদায় এর জন্য ই-বাণিজ্য ভিত্তিক ডিজিটাল সুবিধা প্রদান।

১.২. ই-বাণিজ্য ভিত্তিক আইসিটি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং নতুন নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরীর মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১.৩. আইসিটি অবকাঠামোর কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে 'সর্বত্র ইন্টারনেট, সবার জন্য ইন্টারনেট' শীর্ষক রূপকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১.৪. সারাদেশে স্বল্পব্যয়ে উন্নতমানের ব্যান্ডউইথ নিশ্চিতকরণ।

১.৫. ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একটি উপযুক্ত সাইবার ক্যাফে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

১.৬. গ্রাম ও মফস্বলের কারিগরদের জন্য ওয়েব, ফেসবুক ভিত্তিক এবং মোবাইল অ্যাপস সমৃদ্ধ ই-বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১.৭. গ্রামীন স্বল্প-শিক্ষিত/ শিক্ষিত বেকার যুবসম্প্রদায় (নারী ও প্রতিবন্ধী সহ) এর জন্য দেশে ও বিদেশে কৃষি, খামার ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প ভিত্তিক পণ্যের বাজার তৈরী ও সম্প্রসারণ।

১.৮. কৃষি-ভিত্তিক ই-বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার জন্য একটি উপযুক্ত নেটওয়ার্ক ডেলিভারী পদ্ধতি চালুকরণ।

২. নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা (Integrity)

২.১. ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল তৈরী করা।

২.২. নীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শণপূর্বক ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৩. ই-বাণিজ্য সহায়ক আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সরকারী সকল প্রকার সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

২.৪. ই-বাণিজ্য খাতের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট ই-বাণিজ্য পোর্টাল প্রবর্তন এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন।

২.৫. দেশব্যাপী শো-রুমের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনাকারী সকল কোম্পানীকে ই-বাণিজ্যখাতে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

২.৬. কোম্পানী আইন সহ সকল প্রকার আইন ও বিধিমালা এবং নীতিমালায় ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু ও টার্মসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরন সহ প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এর মাধ্যমে হালনাগাদ করে ই-বাণিজ্য খাতকে দেশে ও বিদেশে আস্থাশীল করে তোলার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৭. ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন কর্মকান্ডের মাধ্যমে উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৮. সরকার কর্তৃক বাণিজ্যিক ডক্যুমেন্টেশন সেবা প্রদান কর্মকান্ডকে আন্তঃপরিচালন (Inter-operability) প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

২.৯. অনলাইনে কাস্টমস্ সুবিধা, বিজনেস ডক্যুমেন্টস্ সুবিধা ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

২.১০. ই-বাণিজ্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সারাদেশে সরকারী/ স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান/ বেসরকারী পর্যায়ের সকল কর্মচারীরআইসিটি ও ই-বাণিজ্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জন, সক্ষমতা বিনির্মাণ ও জ্ঞান উন্নয়ন এর মাধ্যমে দক্ষ সরকারী জনবল গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ ও সচেতনামূলক কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

৩. ই-বাণিজ্য জগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Universal Access) নিশ্চিতকরণ

৩.১. সকলের জন্য টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা সহজীকরণ সহ ই-বাণিজ্য খাতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩.২. ই-বাণিজ্য জগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে সারাদেশে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত পাকা সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে স্বল্প-মেয়াদী কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।

৩.৩. SMME মডেলভুক্ত এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সহ এফবিসিসিআই ভুক্ত চেম্বার অব কমার্স এর সকল সদস্য এবং সকল প্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য ই-বাণিজ্য খাতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৪. ই-বাণিজ্য/E-Business সম্পর্কিত কর্মকান্ড পরিচালনা বিষয়ক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

৪.১. দেশের ই-বাণিজ্য খাতকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং এ খাত এর দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহে গবেষণা কার্য পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যালোচনারমাধ্যমে বিদ্যমান ও উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে দৈনন্দিন কর্মকান্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

৪.২. সরকার এবং দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই, বেসিস এবং ই-ক্যাব এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি যেমন-Advisory Committee, Inter-agency Planning Committee,Technical Committee গঠনকরা।

৫. ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) নির্ণয় ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ

৫.১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ই-বাণিজ্য খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর আলোকে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) নির্ণয় ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ-এ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।

৫.২. ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট নির্ণীত সক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ এবং দূর্বলতাসমূহ দূরীকরণে মেকানিজম অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন।

৫.৩. সার্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাতকে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান সাপেক্ষে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে এ খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।

৫.৪. এ সকল কাজে নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রাখা।

৬. ই-বাণিজ্য খাতের সম্প্রসারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন

৬.১. দেশের শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন করা।

৬.২. আইসিটি খাতে মেধাসম্পদ এবং দক্ষ অর্থনৈতিক জনবল সৃষ্টিকরণে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.৩. আইসিটি এর বিষয়বস্তু এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক সহ বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-তে উল্লিখিত সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

৬.৫. দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেই-বাণিজ্য সম্পর্কিত Short Course এবং Diploma Course গুরুত্ব সহকারে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৬.৬. ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ বিষয়ক সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে বিচার বিভাগের কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর কর্মকর্তা এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বিশেষায়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

৬.৭. বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল তফশিলী ব্যাংক, অন্যান্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তকর্তা কর্মচারীদের ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর তালিকায় ই-বাণিজ্য অন্তর্ভুক্তকরণ।

৭. ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

৭.১. ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপযুক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি Risk Factors Management Committee গঠন।

৭.২. সাইবার অপরাধ, সাইবার পাইরেসী, হ্যাকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান ও উদ্ভুত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বিষয়ে জাতীয় সাইবার ক্রাইম নীতিমালার আওতায় টেকসই মেকানিজক প্রণয়ন।

৭.৩. দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত সাইবার অপরাধ এর তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ।

৭.৪. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ নিরসনে WTO কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সুবিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭.৫. ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির নানাবিধ ত্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিকরণ, দ্রুত সমাধানের উপায় অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি Risk Factors Address Team গঠন।

৮. আইনী অবকাঠামো (Regulatory Framework) প্রণয়ন

৮.১. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা এবং দেশের প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও পরিকল্পনাসমূহের আলোকে দেশের ই-বাণিজ্য খাত এর পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং বিচার সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইনী অবকাঠামো প্রণয়ন।

৮.২. ই-বাণিজ্য ভোক্তাদের জন্য আস্থাশীল পরিবেশ তৈরীর জন্য ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন।

৮.৩. কোনরূপ ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ী রীতিনীতি-কে অবশ্যই লঙ্ঘন করবে না উল্লেখপূর্বক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের জন্য 'কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন'।

৮.৪. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদন করতে যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে সার্বজনীন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মেকানিজম/পদ্ধতি বিশেষ করে WTO কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণপুর্বক করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.৫. আর্থিক লেনদেন এবং অসন্তোষ নিরসনের বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে দেখভাল, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

৮.৬. বিদ্যমান বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা, আইন, বিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগইত্যাদি-তে ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ও টার্মসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ।

৮.৭. সাইবার অপরাধ তদন্ত ও নির্ণয়ের লক্ষ্যে পুলিশের বিশেষ ইউনিট এবং নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠন।

৮.৮. কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টীম গঠন এবং আইসিটি বিভাগের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী স্থাপন।

৮.৯. সাইবার অ্যাক্ট-কে আধুনিকীকরণ, দ্রুত বিরোধ নিরসন, সাইবার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোক্তা সুরক্ষা আইন ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন প্রণয়ন।

৮.১০. মোবাইল অপারেটরদের নেট নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয় বিটিআরসি এর সংশ্লিষ্ট আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

৮.১১. পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট আইসিটি ও ই-বাণিজ্য শিল্প সহায়ক করার জন্য সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৮.১২. যথাযথ ডিজিটাল সনদপত্র ও ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, ডিজিটাল মার্কেটিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, ফেসবুক বা মোবাইল বাণিজ্য তথা তৎসদৃশ কোনরূপ অনলাইন বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না; অথবা কোন রকম অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।

৯. ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

৯.১. দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বিশ্বব্যবস্থায় উদ্ভুত বিষয়বস্তু, বিশ্ব মার্কেট এর বিভিন্ন চলক ও উপাদানসমূহ নিয়ে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করা হবে।

৯.২. ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা আশু করণীয় বিষয়ে সরকার বা নিয়ন্ত্রণকর্তৃপক্ষকে সুপারিশ এবং উপযুক্ত সৃজনশীল প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদান।

৯.৩. একটি জাতীয় ই-বাণিজ্য গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ।

১০. ই-বাণিজ্য সহায়ক নিরাপদ ও আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টি

১০.১. ই-বাণিজ্য খাতের বিভিন্ন দিকসমূহ ও কর্মকান্ড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্য পরিচালনা করা।

১০.২. এ খাতের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জনিত ভয় দূর করার জন্য ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও যথার্থ পরিবেশ বিষয়ক তথ্য জনগণের নিকট পৌঁছানোর জন্য প্রচার-প্রচারণা মূলক বিভিন্নমুখী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০.৩. এ খাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য দেশের সকল জেলা শহরে এবং বিদেশে নিয়মিতভাবে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা।

১০.৪ দেশীও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সরকারের সেবামূলক বিষয়সমূহকে আন্তঃপরিচালন (Inter-operability) প্রক্রিয়ার আওতায় ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

১০.৫. সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ই-বাণিজ্য পোর্টাল প্রবর্তন।

১০.৬. লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ই-বাণিজ্য সহায়ক নিরাপদ ও আস্তাজনক পরিবেশ সৃষ্টি।

১০.৭. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহকরণে ব্যাংকিং লেনদেন সুবিধা, ব্যাংক ঋণ সুবিধা, রপ্তানী পণ্য ও সেবা ভিত্তিক আর্থিক প্রণোদনা, কর অবকাশ সহ প্রযোজ্য কাস্টমস্ সুবিধা, সারাদেশে সড়ক ও ইন্টারনেট অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

১০.৯. কাস্টমস্ শুল্ক ও অন্যান্য প্রযোজ্য ফি অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণ।

১০.১০. আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী ই-বাণিজ্য ইন্ডাষ্ট্রী এর যোগ্যতা/মান/যথার্থতা নির্ণয় এবং ডিজিটাল সনদপত্র প্রদান।

১০.১১. ব্যাংকিং, ই-পেমেন্ট এবং নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনা।

১০.১২. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা।

১১. ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী

১১.১. দেশের বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন এর মৌলিক বিষয়বস্তু অক্ষুন্ন রেখেই-বাণিজ্য নীতিমালার আলোকে আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা।

১১.২. অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবা চাহিদা মেটাতে, বৈদিশিক বাণিজ্য হতে আয় বাড়াতে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সকল প্রকারের পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক কর্মকান্ড ই-কমার্সের আওতাভুক্তকরণ।

১১.৩. আমদানী নির্ভরশীলতা কমাতে আইসিটি শিল্প ও সেবা খাতসহ সকল শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

১১.৪. ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানী খাতের প্রভুত উন্নয়নের স্বার্থে আর্থিক প্রণোদনা পরিসর ও পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিনা জামানতে এল.সি ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ।

১১.৫. ই-বাণিজ্য শিল্প স্থাপন, গুণগত পণ্য ও সেবা এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরী সহ নতুন নতুন রপ্তানীযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণ এবং বিদ্যমান পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে প্রতি জেলায় রপ্তানী উন্নয়ন জোন ও ই-বাণিজ্য বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন।

১১.৬. ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

১২. ই-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের সাধারণ নিয়মাবলী

১২.১. ই-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ আইন-১৯৮০ (প্রচার ও সুরক্ষা) ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ প্রবিধান ১৯৮৯-তে বর্ণিত বিধি-বিধান, আইন, আদেশ অবশ্য প্রতিপালনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১২.২. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রী এর স্বার্থসমূহকে প্রাধিকারপ্রদান করা হবে।

১২.৩. আইসিটি খাত সহ সকল খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উদ্বুদ্ধকরণ বিভিন্ন সুবিধা প্যাকেজ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১২.৪. সরকার বা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত দপ্তর/ পরিদপ্তর/ কার্যালয় এর নিকট হতে যথাযথ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে দেশে কোনরূপ বিনিয়োগ বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১২.৫. বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠায় এবং ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১৩. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

১৩.১. দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের সকল ধরণের শিল্প বিকাশে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩.২. ই-কমার্সের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবা এর নতুন নতুন মার্কেট সৃষ্টি এবং চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে SMME-ভুক্ত শিল্প বিস্তার করার উদ্যোগ গ্রহণ।

১৩.৩. ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ।

১৩.৪. আইসিটি বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবী তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।

১৩.৫. স্থানীয় ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে এবং ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

১৪. ডিজিটাল মার্কেটিং

১৪.১. ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেসবুক, লিঙ্কড-ইন ও গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ওয়েব ও ডিজিটাল যে কোন মিডিয়া ভিত্তিক মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপণ ব্যবস্থায় পরিচালিত ই-বাণিজ্য বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ-এ উদ্যোগ গ্রহণ।

১৪.২. ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবসা পরিচালনায় বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও সনদ গ্রহণ এর বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ।

১৪.৩. বিজ্ঞাপনে শঠতামূলক কর্মকান্ড নিরোধের আইনী ব্যবস্থা স্থিরকরণ।

১৪.৪. বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিল প্রদান প্রক্রিয়া ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ।

১৪.৫. ই-বাণিজ্য খাত এর অধিকতর উন্নয়নে প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ভ্যাট ও কর অব্যাহতি সহ নানাবিধ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৫. ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং ও মেইনটেন্যান্স এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট

১৫.১. ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৫.২. কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৬. ই-বাণিজ্য সহায়ক বিষয়সমূহ

১৪.১. ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রীর এর সম্পদের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত মেকানিজম প্রয়োগ।

১৪.২. আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান।

১৪.৩. স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ এর ব্যবস্থা।

১৪.৪. ইএফটি সহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর লোন স্কীমে আইসিটি বিষয়ক ইন্ডাস্ট্রী এবং SMME-ভুক্ত শিল্পের অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকার প্রদান।

১৪.৫. সারাদেশের সড়ক অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

১৪.৬. বাংলাদেশ পোস্টাল ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবা উন্নয়ন।

১৪.৭. প্রান্তিক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে ব্রডব্যান্ড ও উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।

১৪.৮. কর অবকাশ ও কর অব্যাহতি।

অধ্যায়-০৪

কৌশলগত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

নীতিমালার অন্তর্গত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে ই-বাণিজ্য নীতিমালার সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রকৃত পরিমাপক। তাই, কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারকি (Monitoring) ফলপ্রসু করতে প্রতিটি করণীয় বিষয় বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিমাপক নির্ধারণ করা দরকার হবে।

সন্নিবেশিত ---টি কর্ম-পরিকল্পনার মধ্যে কিছু কর্মপরিকল্পনাকে এক-তারকা দ্বারা চিহ্নিত করে একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বর্ণিত অন্যান্য কর্ম-পরিকল্পনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করা হয়েছে। আবার কিছু কর্ম-পরিকল্পনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় দুই-তারকা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত বিষয়গুলোই কর্ম-পরিকল্পনাসমূহকে পরিচালিত করবে। মূল উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কর্ম-পরিকল্পনাগুলোকে প্রথমে সাজানো হয়েছে এবং তারপর সেগুলোকে কৌশলগত বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। সারণীতে উদ্দেশ্য ও কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের ক্রমিক ধারাবাহিকভাবে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি কর্ম-পরিকল্পনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী বাস্তবায়নকাল দেখানো হয়েছে।

যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল, তাই আগামী ২ বছরে ই-বাণিজ্য জগতে কিরূপ পরিবর্তন হতে পারে তা অনুমান সাধ্যাতীত। স্বল্প-মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলো ই-বাণিজ্য খাতে বর্তমান সময়ের চাহিদা হিসেবে নিরূপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী করণীয় বিষয়গুলো বাস্তবতা এবং ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর নতুন করে বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতিবছর বাজেট প্রণয়নকালে জাতীয় বাজেটে আলাদা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত নিয়মিত কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও, অর্থ বিভাগ বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের সময় একটি ই-বাণিজ্য উন্নয়ন তহবিল গঠন করবে।

কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
উদ্দেশ্য-১ঃ ই-বাণিজ্য খাতে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা/সমতা (Social Equity) নিশ্চিতকরণ।						
১.	মেট্রোপলিটান শহর এর পাশাপাশি অন্যান্য জেলা শহর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রামীন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও ডিজিটাল সুবিধা সম্পর্কিত বৈষম্য দূর করে নিম্নআয়ের সম্প্রদায়, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষিত/স্বল্প-শিক্ষিত বেকার যুবসম্প্রদায় এর জন্য ই-বাণিজ্য ভিত্তিক ডিজিটাল সুবিধা প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ডিজিটাল বৈষম্য দূরীভূত হবে; সারাদেশে ই-বাণিজ্য ভিত্তিক জ্ঞান সম্প্রসারণ হবে; সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হবে।	সকল শহর	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.১ঃ'সর্বত্র ইন্টারনেট, সবার জন্য ইন্টারনেট' শীর্ষক রূপকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।						
২.	আইসিটি অবকাঠামোর কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে 'সর্বত্র ইন্টারনেট, সবার জন্য ইন্টারনেট' শীর্ষক রূপকল্প যথাসম্ভব দ্রুত বাস্তবায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ই-বাণিজ্য এর আইসিটি উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত হবে; ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত হবে।	সকল শহর	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.২ঃ ই-বাণিজ্য ভিত্তিক আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।						
৩.	ই-বাণিজ্য বিষয়ে জ্ঞান প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সারাদেশে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ এর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্যভিত্তিক দক্ষ জনবল ও ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরীতে সমতা বিধান সম্ভবপর হবে।	সকল জেলা শহর	সকল উপজেলা	ইউনিয়ন পর্যায়
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৩ঃস্বল্পব্যয়ে উন্নতমানের ব্যান্ডউইথ নিশ্চিতকরণ।						
৪.	সারাদেশে স্বল্পব্যয়ে উন্নতমানের ব্যান্ডউইথ নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সারাদেশ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে এবং সবার জন্য ইন্টারনেট সহজলভ্য হবে।	সকল জেলা শহর	সকল উপজেলা	ইউনিয়ন পর্যায়

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৪ঃইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।						
৫.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পর্যন্ত ব্রডব্যন্ড ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট এ সারাদেশের সকল জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত হবে; জিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে; ই-কমার্সের পটভূমি প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।	সকল জেলা শহর	সকল উপজেলা সদর	ইউনিয়ন পর্যায়
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৫ঃইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একটি উপযুক্ত সাইবার ক্যাফে ও হেল্পডেস্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।						
৬.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একটি উপযুক্ত সাইবার ক্যাফে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	আইসিটি সংক্রান্ত অধিকতর জনসেবা প্রদান সম্ভব হবে; অধিক সংখ্যক প্রান্তিক জনগণ ইন্টারনেট সুবিধায় অংশগ্রহণ করবে; ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা সহজ হবে।	বিভাগীয় শহরের সকল ইউনিয়ন	উপজেলা সদরের সকল ইউনিয়ন	অন্যান্য সকল ইউনিয়ন
৭.	সারাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আইসিটি ভিত্তিক হেল্পডেস্ক এর আদলে একটি ই-বাণিজ্য হেল্পডেস্ক স্থাপন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ	ই-বাণিজ্য কনসেপ্ট গ্রামীন জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃতি, জনগণের মধ্যে কৌতুহল ও উৎসাহ সৃষ্টি এবং ই-বাণিজ্য ভিত্তিক বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের অবহিতকরণ ও ই-বাণিজ্য খাতে বেকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টিকরণ।	সকল শহর, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের নারী-পুরুষসহ মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ শতাংশ।	মোট জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ	জনসংখ্যার প্রায় ১০০ ভাগ

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৬ঃওয়েব, ফেসবুক ভিত্তিক এবং মোবাইল অ্যাপস সমৃদ্ধ ই-বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন।						
৮.	গ্রাম ও মফস্বলের কারিগরদের জন্য ওয়েব, ফেসবুক ভিত্তিক এবং মোবাইল অ্যাপস সমৃদ্ধ ই-বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রবর্তন।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমবায় বিভাগ	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের দক্ষ কারিগরদের শিল্পকর্ম ছবিসহ প্রচার যার মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী ক্রেতাদের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে দেবে যা সে সকল পণ্যের বাজার বিস্তৃত করবে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎসাহিত হবে। পাশাপাশি কার্যকরী সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা ব্যবস্থা চালু হবে, রপ্তানীতে নতুন পণ্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	কারু ও হস্তশিল্প ভিত্তিক ই-বাণিজ্য সাইট ও ব্যবসা চালু।	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ই-বাণিজ্য ব্যবসার সম্প্রসারণ এবং সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা পদ্ধতি প্রচলন।	সকল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ই-বাণিজ্য চালুকরণ।
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৭ঃদেশে ও বিদেশে কৃষি, খামার ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প ভিত্তিক পণ্যের বাজার তৈরী ও সম্প্রসারণ।						
৯.	গ্রামীন স্বল্প-শিক্ষিত/ শিক্ষিত বেকার যুবসম্প্রদায় (নারী ও প্রতিবন্ধী সহ) এর জন্য দেশে ও বিদেশে কৃষি, খামার ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্প ভিত্তিক পণ্যের বাজার তৈরী ও সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য ভিত্তিক শিল্প উৎসাহিত হওয়ার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে; ই-বাণিজ্য খাত প্রসারিত হবে।	সকল বিভাগ	সকল জেলা	ইউনিয়ন
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১.৮ঃকৃষি-ভিত্তিক ই-বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরী করে তার জন্য একটি উপযুক্তডেলিভারী নেটওয়ার্ক পদ্ধতি চালুকরণ।						
১০.	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কৃষি-ভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের ই-বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরী এবং বিক্রয়কৃত পণ্য ডেলিভারীর উপযুক্ত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সারাদেশে ই-বাণিজ্য সহায়ক পটভূমি তৈরী হবে।	সকল বিভাগ	সকল জেলা	ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
উদ্দেশ্য-২ঃ নীতির প্রতি আস্থা ও দায়বদ্ধতা (Integrity)।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.১ঃ ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে দক্ষ জনবল তৈরী।						
১১.	ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই-বাণিজ্য এবং ই-কমার্সের প্রায়োগিক দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতন করা ও বিস্তারিত জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সংগঠন, নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য এর প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।	সকল জেলা পর্যায়	সকল উপজেলা পর্যায়	সকল ইউনিয়ন পর্যায়
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.২.ঃ নীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শণপূর্বক ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।						
১২.	নীতির প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শণপূর্বক দেশের সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য গতানুগতিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে পরিচালিত করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	ঢাকা	বিভাগীয় শহর	জেলা শহর সহ সারাদেশ
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৩ঃ ই-বাণিজ্য সহায়ক আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সরকারী সকল প্রকার সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।						
১৩.	দেশে ই-বাণিজ্য খাত এর কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ই-বাণিজ্য এর উপযোগী অবকাঠামোগত, জ্ঞান-ভিত্তিক এবং অংশগ্রগণমূলক পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সরকারী সকল প্রকার সেবা প্রদান কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এর মাধ্যমে দেশের ই-বাণিজ্য খাতকে দেশে-বিদেশে আস্থাশীল করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাতের সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক উন্নয়ন, রপ্তানী উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ।	ঢাকা	বিভাগীয় শহর	জেলা শহর সহ সারাদেশ
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৪.ঃ একটি নির্দিষ্ট ই-বাণিজ্য পোর্টাল প্রবর্তন এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।						
১৪.	ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ক্রয়-বিক্রয়, আর্থিক লেনদেন,	তথ্য ও যোগাযোগ	ই-বাণিজ্য শিল্পসমূহে	রাজধানী ও বিভাগীয় শহর	সকল জেলা পর্যায়	সকল উপজেলা

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	অনুমোদনপ্রাপ্ত কোম্পানীর প্রোফাইল সম্বলিত একটি জাতীয় ই-বাণিজ্য পোর্টাল প্রবর্তন এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন।	প্রযুক্তি বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	উৎপাদিত পণ্য ও সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদর্শণের মাধ্যমে দেশীয় ও বিদেশী ভোক্তা বা ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে।	পর্যায়		ওইউনিয়ন পর্যায়
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৫ঃদেশব্যাপী শো-রুমের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনাকারী সকল কোম্পানীকে ই-বাণিজ্য খাতে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।						
১৫.	দেশের সকল শো-রুমধারী কোম্পানীকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি ই-বাণিজ্যখাতে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এফবিসিসিআই এবং ই-ক্যাব	ই-বাণিজ্য খাতের অগ্রগতি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	রাজধানী ও বিভাগীয় শহর পর্যায়	সকল জেলা পর্যায়	সকল উপজেলা ওইউনিয়ন পর্যায়
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৬ঃ কোম্পানী আইন সহ সকল প্রকার আইন ও বিধিমালা এবং নীতিমালায় ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু ও টার্মসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরন।						
১৬.	কোম্পানী আইন সহ সকল প্রকার আইন ও বিধিমালা এবং নীতিমালায় ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু ও টার্মসমূহ অন্তর্ভুক্তিকরন সহ প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এর মাধ্যমে হালনাগাদ করণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৭ঃ ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন কর্মকান্ডের মাধ্যমে উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে সুনির্দিষ্ট আইনী কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।						
১৭.	ই-বাণিজ্য খাতের লেনদেন কর্মকান্ডে উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাজাতীয় আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় আইন প্রয়োগের স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে আইনী বিষয়ে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়এবং আইন মন্ত্রনালয়	দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে।	সারা দেশ	সারা দেশ	সারা দেশ
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৮ঃসরকারের জনসেবা প্রদানমূলকসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড আন্তঃপরিচালন (Inter-operability) প্রক্রিয়ায় আওতাভুক্তকরণের প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়ন।						
১৮.	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ই-সেবা এর মানও পরিধি সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-গভর্ণেন্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হবে।	সকল মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ	সকল বিভাগ/দপ্তর	সারাদেশের সকল সরকারী কার্যলয়

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.৯ঃঅনলাইনে কাস্টমস্ সুবিধা, ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, বিজনেস ডক্যুমেন্টস্ সুবিধা ও অন্যান্য লজিস্টিক সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।						
১৯.	বিদেশী বিনিয়োগকারী-দের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন এবং ওয়ার্ক পারমিট এর ব্যবস্থাকরণ।	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে এবং বিভিন্ন সেক্টরে বিনিয়োগে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠবে।	দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহ	এশিয়া অঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহ	নিষিদ্ধ দেশ ব্যতীত সারা বিশ্বের সকল দেশসমূহ
২০.	বিদেশী বিনিয়োগকারী অথবা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের জন্য ই-ভিসা প্রদান ও নবায়ন পদ্ধতি প্রচলন করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	✓	✓	✓	✓
২১.	'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫' এর কর্মপরিকল্পনার *২৬ নম্বর নীতি (ক) ও (খ)-এ বর্ণিত অনলাইনে টিআইএন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সহ আয়কর রিটার্ণ দাখিল করা এবং অনলাইনে বিল অব এন্ট্রি/এক্সপোর্ট দাখিলের ব্যবস্থাকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	✓	দেশের অভ্যন্তরে	দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহ	নিষিদ্ধ দেশ ব্যতীত সারা বিশ্বের সকল দেশসমূহ
২২.	'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫' এর কর্মপরিকল্পনার *২৭ নম্বর নীতি (ক) ও (খ)-এ বর্ণিত আয়কর, ভ্যাট, কাস্টমস ডিউটি ইত্যাদি অনলাইনে প্রদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	✓	✓	✓	✓
২৩.	অনলাইনে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স ও ওয়্যারহাউস এর সাথে তথ্যের সমন্বয় সাধন করা হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে এবং এবং ভোক্তা অসন্তোষ নিরসন হবে।	সকল স্থল, জল ও বিমান বন্দর	সকল স্থল, জল ও বিমান বন্দর	সকল স্থল, জল ও বিমান বন্দর
২৪.	বিদেশী বিনিয়োগকারী অথবা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীদের জন্য ই-ভিসা প্রদান ও নবায়ন পদ্ধতি প্রচলন করার দ্রুত	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং	✓	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	ব্যবস্থা গ্রহণ।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়				
কৌশলগত বিষয়বস্তু-২.১০ঃ ই-বাণিজ্য খাতের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দক্ষতা অর্জন, সক্ষমতা বিনির্মাণ ও জ্ঞান উন্নয়ন এর মাধ্যমে দক্ষ সরকারী, বেসরকারী ও পেশাজীবী জনবল গড়ে তোলা।						
২৫.	সারাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সংগঠন, নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-বাণিজ্য এবং ই-কমার্সের প্রায়োগিক দিকসমূহ সম্পর্কে সচেতন করা ও বিস্তারিত জ্ঞান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় ও প্রশাসন বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য এর প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।	সকল জেলা পর্যায়	সকল উপজেলা পর্যায়	সকল ইউনিয়ন পর্যায়
২৬.	সারাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদ্রায়, ছাত্র-ছাত্রী-দের বেসিক আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য ভিত্তিক দক্ষ জনবল গড়ে উঠবে; সারাদেশে ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরীকরণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং দেশব্যাপী অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।	✓	✓	✓
২৭.	অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অধিকতর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং ভিশনঃ ২০২১ বাস্তবায়ন হবে।	✓	✓	✓
২৮.	'লার্নিং এবং আর্নিং' কর্মসূচীর আওতায় ২০,০০০ নারীসহ ৫৫,০০০ ফ্রি-ল্যান্সার-দের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	অধিক দক্ষ পেশাজীবী ফ্রিল্যান্সার তৈরী হবে; অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে।	✓	✓	✓
২৯.	আইসিটি বিষয়ে হাজার হাজার দক্ষ পেশাজীবী যেমন-কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ওয়েব-ডেভেলপার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ডিজিটাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ, ই-সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ, সাপ্লাই-চেইন ব্যবস্থাপনা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	অধিক দক্ষ পেশাজীবী ফ্রিল্যান্সার তৈরী হবে; অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে।	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকতে হবে।					
৩০.	আইসিটি ইনকিউবেটর পর্যাপ্ত উন্নয়ন সাধনে পদক্ষেপ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশের আইসিটি খাত এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।			
৩১.	বিষয়বস্তুসমূহ বাংলায় প্রণয়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রশিক্ষণার্থীদের ভাষাগত আতংক দূরীভূত হবে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠবে; প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন হবে।			
উদ্দেশ্য-৩ঃ ই-বাণিজ্য জগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Universal Access) নিশ্চিতকরণ।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৩.১ঃ সকলের জন্য টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটে অভিগম্যতা সহজীকরণ সহ ই-বাণিজ্য খাতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন।						
৩২.	টেলিডেনসিটি বাড়ানোর কার্যকরী ও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	ইন্টারনেট অবকাঠামো ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; সারাদেশের সকল জনগোষ্ঠীডিজিটাল বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত হবে।	রাজধানী সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
৩৩.	দেশব্যাপী ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	✓	✓	✓	✓
৩৪.	আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণে প্রতিবন্ধী ও নারী সহ সকল স্তরের নাগরিকের জন্য সকল ওয়েবসাইট অভিগম্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৩.২ঃ সারাদেশে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত পাকা সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।						
৩৫.	ই-বাণিজ্য জগতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি/বিদ্যমান	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য উপাদান ডেলিভারী	সকল জেলা শহর থেকে উপজেলা সদর, ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ড	গ্রাম পর্যায়	মহল্লা পর্যায়

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	রাস্তা টেকসই উপায়ে মেরামত করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।		চ্যানেল সৃষ্টির পথ সুগম হবে এবং ই-বাণিজ্য খাত গতিশীল হওয়ার মাধ্যমে সারা দেশকে একটি মার্কেট প্লেসে এবং প্রত্যেক বাড়িকে একটি বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত করা সম্ভবপর হবে।	পর্যায়		
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৩.৩ঃ এফবিসিসিআই ভুক্ত চেম্বার অব কমার্স এর সদস্যসহ SMMEমডেলভুক্ত সকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য ই-বাণিজ্য খাতে অংশগ্রহণ উৎসাহিতকরণ ও নিশ্চিতকরণ।						
৩৬.	দেশের এফবিসিসিআই এর সদস্যভূক্ত সকল উৎপাদনমূখী ও ট্রেডিং ব্যবসায়ীদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনার পাশাপাশি ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিতকরণ এবংসকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত এর কাঙ্খিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	✓	✓	✓
৩৭.	SMME মডেলভুক্তসকল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় উৎসাহিতকরণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়	✓	✓	✓	✓
উদ্দেশ্য-৪ঃ ই-বাণিজ্য/ E-Business সম্পর্কিত কর্মকান্ড পরিচালনা বিষয়ক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা।						
৩৮.	দেশের ই-বাণিজ্য খাতকে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং এ খাত এর দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহে গবেষণা কার্য পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পরীক্ষা-নীরিক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান ও উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সরকার এবং দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন,ই-ক্যাব ও BASIS	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	জাতীয় ই-বাণিজ্য পলিসি, ২০১৬ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহ সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা, ই-বাণিজ্য খাতে সময়ে সময়ে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ, ব্যবসা সংক্রান্ত মেকানিজম উদ্ভাবন ও প্রয়োগ বিষয়ে			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি Advisory Committee গঠন।		সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা নিরসনে কার্যকরী সুপারিশ প্রদান।			
৩৯.	Advisory Committee এর নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ এবং টেকসই ডিজিটাল অর্থনীতি গড়ার লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি E-Business উন্নয়ন বিষয়ক কার্যালয়/সেন্টার প্রতিষ্ঠা।	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ/ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রীয় বডি হিসেবে কাজ করবে।			
৪০.	জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং ই-ক্যাব, BASIS, BACCO এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি Inter-agency Planning Committee প্রতিষ্ঠা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	Advisory Committee কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যে পরিকল্পনা/কৌশল নির্ধারণ।			
৪১.	ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ড তথা ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সংঘটন, লেনদেন, সৃষ্ট ভোক্তা বা বিক্রেতা অসন্তোষ, প্রযুক্তিগত সমস্যা, সাইবার অপরাধ, সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োগকৃত আইনের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ যথাযথভাবে তদারকি ও মূল্যায়ন কার্য পরিচালনার নিমিত্তে সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি এবং ই-ক্যাব, BASIS, BACCO এর আইসিটি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি Technical Committee কমিটি গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	দ্রুত উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টেকসই হবে, নিয়ন্ত্রণ মেকানিজম সফল হবে; ই-বাণিজ্য খাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন হবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
উদ্দেশ্য-৫ঃ ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) নির্ণয় ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৫.১ঃ বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) নির্ণয় ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ।						
৪২.	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও ই-বাণিজ্য খাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর আলোকে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য খাত এর সক্ষমতা (Strength) নির্ণয় ও দূর্বলতা (Weakness) চিহ্নিতকরণ-এ কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং সম্ভাবনা ও সমস্যা মূল্যায়ন সম্ভব হবে।	চলমান	চলমান	চলমান
৪৩.	ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট নির্ণীত সক্ষমতার সঠিক প্রয়োগ এবং দূর্বলতাসমূহ দূরীকরণে মেকানিজম অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন।	সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি Technical Committee কমিটি গঠন।	ই-বাণিজ্য খাতের দূর্বলতাসমূহ দূরীকরণে মেকানিজম অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন।	চলমান	চলমান	চলমান
৪৪.	সার্বিক দিক থেকে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাতকে আন্তর্জাতিক ডিজিটাল ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান সাপেক্ষে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে এ খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশের ই-বাণিজ্যখাত আন্তর্জাতিক মানের হবে।	চলমান	চলমান	চলমান
৪৫.	নিয়মিত তদারকি অব্যাহত রাখা।	Advisory Committee	ই-বাণিজ্য খাত ত্রুটিমুক্ত থাকবে।	চলমান	চলমান	চলমান
উদ্দেশ্য-৬ঃ ই-বাণিজ্য খাতের সম্প্রসারণে মানব সম্পদ উন্নয়ন।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.১ঃদেশের শিক্ষার পরিধি সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন করা।						
৪৬.	আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত এর সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে দেশব্যাপী দক্ষ জনবল তৈরীর পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ তৈরী হবে।	রাজধানী সহ বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	দেশব্যাপী
৪৭.	সারাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়,	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ ও শিক্ষা	ই-বাণিজ্য ভিত্তিক দক্ষ জনবল গড়ে	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	ছাত্র-ছাত্রী-দের বেসিক আইটি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি সচেতন জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।	মন্ত্রণালয়	উঠবে; ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরীকরণ প্রক্রিয়া সহজতর হবে এবং দেশব্যাপী অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.২ঃ আইসিটি খাতে মেধাসম্পদ এবং দক্ষ অর্থনৈতিক জনবল সৃষ্টিকরণে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।						
৪৮.	অধিক সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ	দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অধিকতর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	সকল জেলা পর্যায়	সকল উপজেলা পর্যায়	সকল ইউনিয়ন পর্যায়
৪৯.	আইসিটি বিষয়ে হাজার হাজার দক্ষ পেশাজীবী যেমন-কম্পিউটার প্রোগ্রামার, ওয়েব-ডেভেলপার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ডিজিটাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ, ই-সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ, সাপ্লাই-চেইন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	অধিক দক্ষ পেশাজীবী ফ্রিল্যান্সার তৈরী হবে; অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে।	✓	✓	✓
৫০.	'লার্নিং এবং আর্নিং' কর্মসূচীর আওতায় ২০,০০০ নারীসহ ৫৫,০০০ ফ্রি-ল্যান্সার-দের প্রশিক্ষণ দেয়ার কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	অধিক দক্ষ পেশাজীবী ফ্রিল্যান্সার তৈরী হবে; অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে।	✓	✓	✓
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.৩ঃ আইসিটি এর বিষয়বস্তু এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধমিক সহ বিশ্ববিদ্যালয় এর সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।						
৫১.	মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম এবং আইটি পাঠ্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-এ এর কর্মসূচীতেই-বাণিজ্য-কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভূক্তিকরণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠবে এবং সারাদেশে তৃণমূল পর্যন্ত ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত ধারণা সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া সফল হবে।	রাজধানী সহ বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	দেশব্যাপী
৫২.	নিয়মিতভাবে পাঠ্যক্রম/কোর্স এর বিষয়বস্তু হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত এবং ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
			হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে বিদ্যার্থীগণ অবগত থাকবে।			
৫৩.	প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন-এর সাথে ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সংযুক্তকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	মানব সম্পদ উন্নয়নে ডিভাইড-গ্যাপ দূরীভূত হবে; 'সবার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে।			
৫৪.	বিষয়বস্তুসমূহ বাংলায় প্রণয়নের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; শিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রশিক্ষণার্থীদের ভাষাগত আতংক দূর হবে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠবে; প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.৪ঃ দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত Short Course এবং Diploma Course গুরুত্ব সহকারে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।						
৫৫.	যুব উন্নয়ন, সমবায় সহ সরকারের সকল প্রকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার উপযোগি ই-বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো	দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে উঠবে এবং সারাদেশে তৃণমূল পর্যন্ত ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত ধারণা সম্প্রসারণ করার প্রক্রিয়া সফল হবে।	রাজধানী সহ বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	দেশব্যাপী
৫৬.	দেশের সকল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট-এ ই-বাণিজ্য-এর বিভিন্ন বিষয় যেমন ই-সিকিউরিটি, ওয়েব ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ক Short Course এবং Diploma Course চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
৫৭.	অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ব বাজার উপযোগি দক্ষতা উন্নয়নে ই-বাণিজ্য বিষয়ক স্বল্পমেয়াদী কোর্স চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), জনশক্তি ও	✓	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
		কর্মসংস্থান ব্যুরো এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ				
৫৮.	ই-বাণিজ্য খাত এর সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে অবস্থাভেদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-এ ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.৫ঃ ই-বাণিজ্য বিষয়ে দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা।						
৫৯.	ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ বিষয়ক সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনবিআর কর্মকর্তা এবং সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বিশেষায়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-গভর্নেন্স ও ই-সেবা প্রদান সম্ভব হবে; ই-বাণিজ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা যথাযথ ও সহজ হবে।	সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	বিভাগীয় ও জেলা শহরের সকল দপ্তর/কার্যালয়	উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যালয়
৬০.	ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ বিষয়ক সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও বিচার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিচার বিভাগ	ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সহজ ও কার্যকরী হবে।	সকল জেলা আদালত	সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল	হাই কোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ
৬১.	বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল তফশিলী ব্যাংক, অন্যান্য সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তকর্তা কর্মচারীদের ই-বাণিজ্য	বাংলাদেশ ব্যাংক	দেশের ব্যাংকিং খাত ই-বাণিজ্য খাতে আন্তর্জাতিক মাণদন্ড অনুযায়ী সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।	রাজধানী সহ বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	দেশব্যাপী

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	এর বিষয়বস্তু, ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর তালিকায় ই-বাণিজ্য অন্তর্ভুক্তকরণ।					
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৬.৬ঃ সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন।						
৬২.	কৃষি, শিক্ষা ও গবেষণা খাতের উন্নয়নের স্বার্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-তে উল্লিখিত সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	গবেষণার মাধ্যমে দেশের কৃষি ও শিক্ষা খাতের উন্নয়ন সাধন হবে।			
উদ্দেশ্য-৭ঃ ই-বাণিজ্য খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনা ও তদারকি।						
কৌশলগত বিষয়বস্তুঃ ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে একটি Risk Factors Management Committee গঠন।						
৬৩.	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপযুক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি Risk Factors Management Committee গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি প্রক্রিয়া কার্যকর ও টেকসই হবে।			
৬৪.	ভোক্তা এবং ব্যবসায়ীদেও নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিতকরণে বহুস্তরবিশিষ্ট শক্তিসালী Authentication এবং Encryption পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক				
৬৫.	সাইবার অপরাধ, সাইবার পাইরেসী, হ্যাকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান ও উদ্ভুত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বিষয়ে জাতীয় সাইবার ক্রাইম নীতিমালার আওতায় টেকসই মেকানিজক প্রণয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
			উৎসাহিত হবে।			
৬৬.	দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত সাইবার অপরাধ এর তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	✓			
৬৭.	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ নিরসনে WTO কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সুবিচার প্রাপ্তির লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে; ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান সুবিচার পাবে।			
৬৮.	ভোক্তা কর্তৃক পেমেন্ট প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অসন্তোষ এর প্রেক্ষিতে পেমেন্টকৃত অর্থ ফেরত প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা অনধিক ৩ দিন ধার্য হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক				
৬৯.	ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির নানাবিধ ত্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিকরণ, দ্রুত সমাধানের উপায় অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে একটি Risk Factors Address Team গঠন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি প্রক্রিয়া কার্যকর ও টেকসই হবে।			
উদ্দেশ্য-৮ঃ আইনী অবকাঠামো (Regulatory Framework) প্রণয়ন।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.১ঃ ই-বাণিজ্য খাত এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং বিচার সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইনী অবকাঠামো প্রণয়ন।						
৭০.	বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দিকনির্দেশনা এবং দেশের প্রচলিত বিভিন্ন নীতিমালা, আইন ও পরিকল্পনাসমূহের আলোকে দেশের ই-বাণিজ্য খাত এর পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং বিচার সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইনী অবকাঠামো প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য খাত আইনী অবকাঠামো দ্বারা সুরক্ষিত হবে; আস্থাশীল হবে।			
৭১.	আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্য ব্যবস্থায় সংযুক্ত হওয়ার জন্য ১৯৯৮ সালে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য				

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	WTO এর General Council কর্তৃক প্রদত্ত ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত Guidelines পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে তদানুযায়ী বাংলাদেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন ইত্যাদি সংযোজন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক				
৭২.	WTO কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ ও আইনী বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং অভ্যন্তরীণ আইনী অবকাঠামো-তে আস্থাজনক লেনদেন এর মধ্যে সমতা বিধান নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ বাড়বে; রপ্তানী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে; সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.২ঃ বিদ্যমান বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও লেনদেন সংশ্লিষ্ট সকল নীতিমালা, আইন, বিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ইত্যাদি-তে ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ও টার্মসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ।						
৭৩.	The Companies Act (Bangladesh), 1994, জাতীয় আমদানী ও রপ্তানী নীতিমালা এবং অর্থ আইন-এ ই-বাণিজ্য এর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তকরন/ সংযোজন এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৩ঃ আর্থিক লেনদেন এবং অসন্তোষ নিরসনের বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে দেখভাল, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষে সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ।						
৭৪.	ই-বাণিজ্য খাতের লেনদেন কর্মকান্ডে উদ্ভুত অসন্তোষ নিরসনে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা প্রণয়ন করে তাজাতীয় আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় সে আইন প্রয়োগের স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে আইনী বিষয়ে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়এবং আইন মন্ত্রনালয়	দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে।	সারা দেশ	সারা দেশ	সারা দেশ

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৪ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে সার্বজনীন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মেকানিজম/পদ্ধতি অনুসরণ।						
৭৫.	আইনী কাঠামোতে অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধান করে যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তির ক্ষেত্রে সার্বজনীন (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) মেকানিজম/পদ্ধতি বিশেষ করে WTO কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণপুর্বক আর্থিক লেনদেন এবং অসন্তোষ নিরসনের বিষয়াদির প্রতিফলন ঘটানো এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ বাড়বে; রপ্তানীসহ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বাড়বে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৫ঃই-বাণিজ্য ভোক্তাদের জন্য আস্থাশীল পরিবেশ তৈরীর জন্য ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন।						
৭৬.	ই-বাণিজ্য ভোক্তাদের জন্য আস্থাশীল পরিবেশ তৈরীর জন্য ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	দেশী ও বিদেশী ভোক্তাদের কাছে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৬ঃ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের জন্য 'কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন'।						
৭৭.	কোনরূপ ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যবসায়ী রীতিনীতি-কে অবশ্যই লঙ্ঘন করবে না উল্লেখপূর্বক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের জন্য কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে; ন্যায়সঙ্গত আচরণবিধি পালনে সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা বজায় থাকবে।			
৭৮.	ই-বাণিজ্য খাতে লেনদেনের নিরাপত্তার স্বার্থে ভোক্তাদের বাধ্যতামূলকবাবে সঠিক তথ্য ব্যবহার করতে হবে।		বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত দেশের অভ্যন্তরে ও সারা বিশ্বে অধিকতর আস্থাশীল হবে।			
৭৯.	একটি সুনির্দিষ্ট ইন্সুরেন্স নীতিমালা প্রণয়ন এর উদ্যোগ গ্রহণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	বড় ধরণের দূর্ঘটনা ও শঠতামূলক কর্মকান্ড থেকে			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
			ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষা।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৭ঃ সাইবার অপরাধ তদন্ত ও নির্ণয়ের লক্ষ্যে পুলিশের বিশেষ ইউনিট এবং নির্দিষ্ট ট্রাইব্যুনাল গঠন।						
৮০.	সাইবার অপরাধ তদন্ত ও নির্ণয়ের লক্ষ্যে পুলিশের জন্য বিশেষ ইউনিট গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
৮১.	সাইবার অপরাধ এবং মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৮ঃ সাইবার অ্যাক্ট-কে আধুনিকীকরণ, দ্রুত বিরোধ নিরসন, সাইবার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোক্তা সুরক্ষা আইন ও মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন প্রণয়ন।						
৮২.	দ্রুত পরিবর্তনশীল সাইবার জগতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৃষ্ট সমস্যা আইনী প্রক্রিয়ায় নিরসন করার স্বার্থে একটি আইনী কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
৮৩.	সাইবার অ্যাক্ট-কে আধুনিকীকরণ, দ্রুত বিরোধ নিরসন, সাইবার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ হতে সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ, ভোক্তা সুরক্ষা আইন, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন ইত্যাদি প্রণয়ন।	আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়	✓			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
৮৪.	জেলা ভিত্তিক গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল এবং কমন হেলপ-লাইন-কে অধিকতর সক্রিয় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে অভিজ্ঞ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে।	আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	✓			
৮৫.	দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত সাইবার অপরাধ এর তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থাকরণ।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	✓			
৮৬.	সাইবার অপরাধ, সাইবার পাইরেসী, হ্যাকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান ও উদ্ভুত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বিষয়ে জাতীয় সাইবার ক্রাইম নীতিমালার আওতায় টেকসই মেকানিজক প্রণয়ন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক				
৮৭.	মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ, অনলাইন ডক্যুমেন্ট আদান-প্রদান, নিরাপদ লেন-দেন এবং পেমেন্ট এর সহায়ক আইনী অবকাঠামো প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.৯ঃ কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টীম গঠন এবং আইসিটি বিভাগের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী স্থাপন।						
৮৮.	কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টীম গঠন এবং আইসিটি বিভাগের আওতায় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সী স্থাপন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেসিস ও ই-ক্যাব	✓			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.১০ঃ পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট আইসিটি ও ই-বাণিজ্য শিল্প সহায়ক করার জন্য সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ।						
৮৯.	পেটেন্ট এবং ডিজাইন এ্যাক্ট আইসিটি শিল্প সহায়ক করার জন্য সংশোধন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।			
৯০.	আইসিটিসহ অন্যান্য উদ্ভাবনসমূহকে উৎসাহিত করতে আইপিআর আইনের যথাযথ বাস্তাবয়ন ও আধুনিকায়ন (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি)।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে; নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেশের সফটওয়্যার এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক পণ্য ও সেবা রপ্তানী, আউটসোর্সিং এর আস্থাজনক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.১১ঃ মোবাইল অপারেটরদের নেট নিরপেক্ষতা (Net Neutrality) বজায় রাখা।						
৯১.	মোবাইল অপারেটরদের নেট নিরপেক্ষতা (**Net Neutrality**) বজায় রাখার বিষয় সংশ্লিষ্ট আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	বিটিআরসি	মোবাইল অপারেটরদের নেট নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হবে।			
৯২.	নেট নিরপেক্ষতা জনিত সমস্যা এড়াতে ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারী (Telco, ISP ইত্যাদি) টেলিকম প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র ডাটা, ভয়েস বা ডিজিটাল VAS (মূল্য সংযোজন সেবা) ওয়েবসাইট বা অন্য কোন বৈধ অনলাইন টাচ পয়েন্টের মাধ্যমে বিক্রয় করবে; কিন্তু তা ই-বাণিজ্য স্বত্বা হিসেবে বিবেচিত হবে না মর্মে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।	বিটিআরসি	✓			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৮.১২ঃ অনলাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং মার্কেটিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে বাধ্যতামূলকভাবে ডিজিটাল সনদপত্র ও লাইসেন্স গ্রহণ।						
৯৩.	কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান অনলাইনে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, ডিজিটাল মার্কেটিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, ফেসবুক বা মোবাইল বাণিজ্য তথা তৎসদৃশ কোনরূপ অনলাইন বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
৯৪.	আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পন্থা অনুসরণে ই-বাণিজ্য ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রী এর যোগ্যতা/মান নির্ণয়ে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ই-ক্যাব ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে একটি পৃথক এ্যাক্রেডিটেশন বডি গঠন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও ই-ক্যাব	✓			
৯৫.	কোম্পানী সংক্রান্ত বিষয়ে আস্থা অর্জনের জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরসহ ডিজিটাল সনদপত্র প্রদান বিষয়ক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১০ সালে প্রণীত Information Technology (Certification Authority) Act-এর আওতায় ই-ক্যাব ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর সংযোজন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও ই-ক্যাব	✓			
৯৬.	অনলাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং মার্কেটিং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ	বাণিজ্যে সম-সুযোগ সৃষ্টি হবে; সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে; সাইবার অপরাধের ঝুঁকি হ্রাস পাবে।			
উদ্দেশ্য-৯ঃ ই-বাণিজ্য সহায়ক নিরাপদ ও আস্থাজনক পরিবেশ সৃষ্টি।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৯.১ঃ ই-বাণিজ্য খাতের বিভিন্ন দিকসমূহ ও কর্মকান্ড সম্পর্কে এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনা ও যথার্থ পরিবেশ বিষয়ক তথ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা মূলক বিভিন্নমুখী প্রচারণা কার্য পরিচালনা করা।						
৯৭.	ই-বাণিজ্য খাতের কর্মকান্ড সম্পর্কিত প্রচারণা সকল প্রকার	তথ্য ও যোগাযোগ	ই-বাণিজ্য খাত সম্পর্কে সচেতনা	সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া	সকল প্রিন্ট মিডিয়া	সকল ইলেক্ট্রনিক

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াতে সরকারী খরচে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য মন্ত্রণালয়	বৃদ্ধি পাবে, অযাচিত আতংক দূরীভূত হবে এবং ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ তৈরী হবে।			এন্ড প্রিন্ট মিডিয়া
৯৮.	ই-বাণিজ্য খাতের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় জনিত ভয় দূর করার পদক্ষেপ হিসেবে আস্থাশীল পরিবেশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, কার্যতালিকায় নিয়মিত সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং দেশের ডিজিটাল যুব-সম্প্রদায়কে এ খাতে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আইকন ই-বাণিজ্য ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ই-ক্যাব	ই-বাণিজ্য খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে; ই-বাণিজ্য এর বিভিন্ন সম্ভাবনা, সমস্যা এবং সমস্যা নিরসন বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এর মাধ্যমেসচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে; দেশের ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	রাজধানী শহর	বিভাগীয় শহর	জেলা শহর
ক্রমিক নং	**করণীয় বিষয়বস্তু**	**প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী**	**প্রত্যাশিত ফলাফল**	**স্বল্প-মেয়াদী**	**মধ্য-মেয়াদী**	**দীর্ঘ-মেয়াদী**
৯৯.	দেশের ই-বাণিজ্য খাতকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত করার নিমিত্তে দক্ষিণ এশিয়া এবং কেন্দ্রীয় এশিয়া ভিত্তিক আঞ্চলিক ই-বাণিজ্য সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এর সংযোগ তৈরীর পথ সুগম হবে।	ভারত ও চীন	দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় এশিয়ার অন্যান্য সকল দেশ	নিষিদ্ধ দেশ ব্যতীত বিশ্বেও সকল দেশ
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৯.২ঃ ই-বাণিজ্য খাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য দেশের সকল জেলা শহরে এবং বিদেশে নিয়মিতভাবে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা।						
১০০.	ই-বাণিজ্য খাতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য দেশের রাজধানী সহ সকল জেলা শহরে এবং বিদেশে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ই-ক্যাব	ই-বাণিজ্য খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে; ই-বাণিজ্য এর বিভিন্ন সম্ভাবনা, সমস্যা এবং সমস্যা নিরসন বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এর মাধ্যমেসচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে; দেশের ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	রাজধানী শহর	বিভাগীয় শহর	জেলা শহর

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
১০১.	ই-বাণিজ্য খাত এর সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে অবস্থাভেদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট-এ ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
১০২.	দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন রোড-শো এর আয়োজন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ই-বাণিজ্য বিষয়ে সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে; দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৯.৩ঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহকরণে ব্যাংকিং লেনদেন সুবিধা, ব্যাংক ঋণ সুবিধা, রপ্তানী পণ্য ও সেবা ভিত্তিক আর্থিক প্রণোদনা, কর অবকাশ সহ প্রযোজ্য কাস্টমস্ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।						
১০৩.	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সকল প্রকার আস্থাশীল লেনদেন এর জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী নিরাপদ, সহজ, আস্থাশীল ও স্বল্প-খরচের ই-পেমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন এবং তার গ্রহণযোগ্যতা (Acceptability), গোপণীয়তা (Anonymity), রূপান্তরযোগ্যতা (Convertibility), কার্যকারিতা (Efficiency),সমন্বয় (Integration), কর্মপরিধি (Scalability),আস্থাশীলতা (Reliability)এবং ব্যবহারযোগ্যতা (Usability)নিশ্চিতকরণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
১০৪.	ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা ও কোম্পানীদের জামানত বিহীন ঋণ প্রদানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা যুগোপযোগিকরণ এবং এ প্রেক্ষিতে নীতি প্রণয়ন বিষয়ক একটি কমিটি গঠন।	বাংলাদেশ ব্যাংক	দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও আইসিটি খাত এর উৎপাদনশীলতা বাড়বে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
১০৫.	ই-বাণিজ্য কোম্পানীর সম্পদের যথাযথ ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চালুকরণ এবং কোম্পানী র‍্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনে একটি কমিটি গঠন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
১০৬.	বিদ্যমান পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর নিয়মিত নীরিক্ষা পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়নপূর্বক পেমেন্ট ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১০৭.	গ্রামীন ক্ষুদ্র পর্যায়ের শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	✓	✓	✓	✓
১০৮.	আইসিটি শিল্পোদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে কর অবকাশ, রাজস্ব ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
১০৯.	স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকৃত সফটওয়্যার রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ প্রণোদনা/বোনাস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৯.৪ঃ ব্যাংকিং, ই-পেমেন্ট ও নিরাপদ তথ্য ব্যবস্থাপনা।						
১১০.	অনলাইন পেমেন্টে ভোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণে এবং ভোক্তা ও ব্যবসায়ী অসন্তোষ নিরসনে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১১১.	বিদ্যমান পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর নিয়মিত নীরিক্ষা পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়নপূর্বক পেমেন্ট ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১১২.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের জন্য	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক				

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিদ্যমান পেমেন্ট গেটওয়ে-তে আন্তর্জাতিক লেনদেন এর উপযোগিকরণ এবং সকল ব্যাংক-এ কোর ব্যাংকিং সিস্টেম বাস্তবায়ন।		✓			
১১৩.	ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে গতিশীল করতে মোবাইলের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক লেনদেনের জন্যUnified Payment Interface (UPI)চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক				
১১৪.	বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেন এর ক্ষেত্রে Transaction Cost ১% নির্ধারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক				
১১৫.	ই-বাণিজ্য এর ক্ষেত্রে অসাধু উদ্দেশ্যে পণ্য মূল্য নির্ধারণ প্রতিরোধ এর জন্য পণ্য এর নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, বিসিসি				
১১৬.	ই-বাণিজ্য কোম্পানী এর স্বার্থ সুরক্ষায় ই-বাণিজ্য কোম্পানী এবং কর্মচারীদের মধ্যে Non-Disclosure Agreement (NDA) আবশ্যিকভাবে চুক্তি সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কর্মসংস্থান ব্যুরো, শ্রম মন্ত্রণালয়				
১১৭.	সফটওয়্যার শিল্প স্বার্থ সুরক্ষায় সফট্ওয়্যার এর কোড চুরি এবং আংশিংক পরিবর্তন সাপেক্ষে ই-বাণিজ্য করা বা কোন ওয়েবসাইটে প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ				
১১৮.	সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল পেমেন্ট চালুকরণ এবং ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ করতে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংঘর্ষিক আইন সংশোধন।	অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ গতিশীলতা পাবে; বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
			রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
১১৯.	ই-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং ভোক্তা ও ব্যবসায়ী উভয় পক্ষের অসন্তোষ নিরসনের স্বার্থে হাইকোর্ট কর্তৃক সম্প্রতি বাতিলকৃত Cash on Delivery পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক				
১২০.	Cash on Delivery পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোস্ট অফিস বা কুরিয়ার কোম্পানী কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানী বা ভোক্তাকে (ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে) প্রদান করার বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ				
১২১.	ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিরোধে বিচার বিভাগ কর্মকর্তাদের কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১২২.	ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে ব্যাংক, ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী, ক্লিয়ারিং হাউজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার Fraud Detection Center-এর সাথে আন্তঃক্রিয় (Inter-operable) করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓	দিতে হবে যাতে করে চুরি অথবা হারিয়ে যাওয়া কার্ড সঙ্গে সঙ্গেই সনাক্ত করা সম্ভব হয়।		
১২৩.	মার্চেন্টদের ব্যাংক হিসাব-এর সাথে ই-পেমেন্ট বিভাগে উল্লিখিত একটি হোল্ডিং ফান্ড মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১২৪.	জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালার আওতায় ভোক্তাদের যোগাযোগ, অগ্রাধিকার ভিত্তিক পছন্দ, তথ্য ভিজিট, ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত তথ্যসমূহর প্রাইভেসী সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১২৫.	পে-পল এর মত সার্বজনীন ব্যবস্থা	বাংলাদেশ ব্যাংক				

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	সুনিশ্চিত করার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ।		✓			
১২৬.	বর্তমানে দেশের চারটি ব্যাংক এর আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে বিদ্যমান। সকল তফশিলী ব্যাংক-কে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট গেটওয়ে এর আওতাভুক্তকরণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১২৭.	ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মধ্যে রিয়াল টাইম ফান্ড ট্রান্সফার এর জন্য সকল প্রকার পেমেন্ট সিস্টেম আন্তঃক্রিয় (Inter-operable) প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-৯.৫ঃ কাস্টমস্ শুল্ক ও অন্যান্য প্রযোজ্য ফি অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণ।						
১২৮.	অনলাইনে কাস্টমস্ শুল্ক ও অন্যান্য ফি প্রদান এবং দ্রুত পণ্য খালাসের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করতে সংশ্লিষ্ট আইনী অবকাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন করা হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত অভ্যন্তরীণ বাজার ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; রাজস্ব আদায় স্বচ্ছ হবে এবং বৃদ্ধি পাবে; দূর্নীতি হ্রাস পাবে।			
উদ্দেশ্য-১০ঃ ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী।						
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১০.১ঃ দেশের বিদ্যমান সকল বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইন এর মৌলিক বিষয়বস্তু অক্ষুন্ন রেখে ই-বাণিজ্য নীতিমালার আলোকে আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা।						
১২৯.	জাতীয় রপ্তানী নীতি ২০১৫-১৮ এর প্রথম অধ্যায়ঃ রপ্তানীর সকল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ রপ্তানীর সাধারণ বিধানাবলী, তৃতীয় অধ্যায়ঃ রপ্তানী বহুমুখীকরণ, চতুর্থ অধ্যায়ঃ রপ্তানীর সাধারণ সুযোগ-সুবিধা, পঞ্চম অধ্যায়ঃ রপ্তানীর পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি, ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সেবা খাত, সপ্তম অধ্যায়ঃ রপ্তানী উন্নয়নের বিবিধ পদক্ষেপসমূহ এবং পরিশিষ্ট-	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য নীতিমালা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	১ঃ রপ্তানী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ও পরিশিষ্ট-২ঃ শর্তসাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা-তে বর্ণিত সকল বিষয়বস্তু ও বিধি বিধান জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬ এর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমভাবে প্রযোজ্য হবে।					
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১০.২ঃ ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে করণীয়।						
১৩০.	আইসিটিসহ অন্যান্য উদ্ভাবনসমূহকে উৎসাহিত করতে আইপিআর আইনের যথাযথ বাস্তাবয়ন ও আধুনিকায়ন (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি)।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে; নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেশের সফটওয়্যার এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক পণ্য ও সেবা রপ্তানী, আউটসোর্সিং এর আস্থাজনক ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হবে।			
১৩১.	২০২১ সাল পর্যন্ত স্থানীয় হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও আইসিটি খাতের সকল উদ্যোক্তাদের আয়কর মওকুফ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বিভাগ	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
১৩২.	নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক ও ভ্যাট হ্রাসকৃত হারে নির্ধারণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বিভাগ	দেশের আইসিটি এবং তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং এ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।			
১৩৩.	স্থানীয় আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত ইন্টারনেট সংযোগ ও পরামর্শ সেবার উপর হ্রাসকৃত হারে ভ্যাট নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বিভাগ	✓			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
১৩৪.	স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকৃত সফটওয়্যার রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ প্রণোদনা/বোনাস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়	✓			
১৩৫.	স্থানীয় কম্পিউটার/আইসিটি হার্ডওয়্যার শিল্পের প্রয়োজনীয় ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ শুল্ক সুবিধা প্রদান।	জাতীয় রাজস্ব বিভাগ	✓			
১৩৬.	সম্ভাবনাময় সফট্ওয়্যার ও আইটি ভিত্তিক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১০.৩.ঃ ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে আইসিটি পণ্য ও সেবা রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে আইসিটি সহায়ক বিষয়সমূহ।						
১৩৭.	একাধিক ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ স্থাপন।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে।			
১৩৮.	সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল পেমেন্ট চালুকরণ এবং ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ করতে নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান সাংঘর্ষিক আইন সংশোধন।	অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ গতিশীলতা পাবে; বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাত অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
১৩৯.	ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং তা প্রতিরোধে বিচার বিভাগ কর্মকর্তাদের কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক	✓			
১৪০.	সকল সরকারী/বেসরকারী অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
১৪১.	বাণিজ্য সহায়ক অবকাঠামো	বাণিজ্য				

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	উন্নয়নে অর্থাৎ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ছোট আকারের শিল্প এবং কৃষিখাত সহ অন্যান্য খাতসমূহে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য আইসিটি এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সমীক্ষা পরিচালন।	মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
১৪২.	আইটি এর উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
১৪৩.	সকল জেলায় আইসিটি-নির্ভর এসএমএমই মডেল চিহ্নিতকরণ, প্রতিষ্ঠা এবং এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
১৪৪.	ই-বাণিজ্য খাতে কাঙ্খিত উন্নয়নের সার্বিক স্বার্থে আইসিটি এর সর্বাধুনিক কৌশল ব্যবহার এবং বাজার সংবাদ সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে সরকার ও ই-ক্যাব এর তত্বাবধানে একটি মনিটরিং সিস্টেম চালুকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ই-ক্যাব	✓			
১৪৫.	খাতভিত্তিক ইআরপি (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সকল শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত তদারকি, দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক শিল্প পরিচালন এবং পরিচালন পদ্ধতি ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অধিকতর অটোমেশনের মাধ্যমে সেবাখাতে টেকসই উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓			
১৪৬.	সকল শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-বাণিজ্য এর সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরীতে সরকার ও ই-ক্যাব এর যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালন।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ই-ক্যাব	আইসিটি ও ই-বাণিজ্য খাতে দক্ষ জনবল তৈরী হতে; অধিক সংখ্যক ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরী হবে; কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১০.৪ঃ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সকল প্রকারের পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক কর্মকান্ড ই-কমার্সের আওতাভুক্তকরণ।						
১৪৭.	অভ্যন্তরীণ ও বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবা চাহিদা মেটাতে, বৈদিশিক বাণিজ্য হতে আয় বাড়াতে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে সকল প্রকারের পণ্য ও সেবা আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ক কর্মকান্ড ই-কমার্সের আওতাভুক্তকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত অধিকতর সম্প্রসারিত ও বিকশিত হবে।			
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১০.৫ঃ রপ্তানী খাতে আর্থিক প্রণোদনার পরিসর ও পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিনা জামানতে এল.সি ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ।						
১৪৮.	ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানী খাতের প্রভুত উন্নয়নের স্বার্থে আর্থিক প্রণোদনা পরিসর ও পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিনা জামানতে এল.সি ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়	রপ্তানী শিল্প বিকশিত হবে; রপ্তানী খাতে বিনিয়োগ বাড়বে; সরকারের আয় বাড়বে; জিডিটি বৃদ্ধি পাবে।	রাজধানী সহ বিভাগীয় শহর	জেলা শহর	সারা দেশ
কৌশলগত বিষয়বস্তু-১০.৬ঃ ই-বাণিজ্য শিল্প স্থাপন, গুণগত পণ্য ও সেবা এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরী সহ নতুন নতুন রপ্তানীযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণ এবং বিদ্যমান পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে প্রতি জেলায় রপ্তানী উন্নয়ন জোন ও ই-বাণিজ্য বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন।						
১৪৯.	ই-বাণিজ্য শিল্প স্থাপন, গুণগত পণ্য ও সেবা এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা তৈরী এবং বিদ্যমান পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে প্রতি জেলায় রপ্তানী উন্নয়ন জোন।	রপ্তানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সারাদেশে পরিকল্পিত উপায়ে রপ্তানীযোগ্য শিল্প সম্প্রসারিত হবে; নতুন শিল্পদ্যোক্তা গড়ে উঠবে।	বিভাগীয় শহরের সকল জেলা	সারাদেশের ৬০% জেলা	সারাদেশের সকল জেলা
১৫০.	বিদ্যমান পণ্য সহ নতুন নতুন রপ্তানীযোগ্য পণ্যের নতুন বাজার অন্বেষণ এবং সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে প্রতি জেলায় ই-বাণিজ্য বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	স্থানীয় ই-বাণিজ্য খাত অধিকতর আস্থাশীল হবে; ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা গড়ে তোলা সহজ হবে।	বিভাগীয় শহরের সকল জেলা	সারাদেশের ৬০% জেলা	সারাদেশের সকল জেলা
১৫১.	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানী বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	বিদ্যমান পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে; নতুন পণ্য ও সেবা খাতের মার্কেট সৃষ্টি হবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১০.৭ঃ ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানীর ক্ষেত্রে জাতীয় আমদানী নীতি ২০১৫-১৮ আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন।						
১৫২.	Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act. XXXIX of 195) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এর আওতায় আমদানীযোগ্য সকল প্রকার পণ্য ও সেবা জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা এর মাধ্যমে আমদানীযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে আমদানী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজ হবে; ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক ও আবগারী ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে; দূর্নীতি কমবে।			
১৫৩.	এ নীতিমালার আওতায় পণ্য ও সেবা আমদানীর ক্ষেত্রে Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act. XXXIX of 195) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ এ বর্ণিত সকল শর্তাদি বলবৎ থাকবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	✓			
১৫৪.	আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-১৮ এর প্রথম অধ্যায়ঃ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, মেয়াদ ইত্যাদি, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ আমদানী সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী, তৃতীয় অধ্যায়ঃ আমদানী সংক্রান্ত ফিস, চতুর্থ অধ্যায়ঃ বিবিধ বিধানাবলী, পঞ্চম অধ্যায়ঃ শিল্প খাতে আমদানীর সাধারণ বিধানাবলী, ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ কর্তৃক আমদানীর বিধানাবলী, সপ্তম অধ্যায়ঃ সরকারী খাতের আমদানীকারকগণ কর্তৃক আমদানী, অষ্টম অধ্যায়ঃ ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল (আই টি সি) কমিটি, নবম অধ্যায়ঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এবং ট্রেড এসোসিয়েশন এর বাধ্যতামূলক সদস্য পদ এবং পরিশিষ্ট-১ঃ নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা 'ক' ও 'খ' অংশ, পরিশিষ্ট-	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	✓			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	২ঃ যৌথ ভিত্তিতে (জয়েন্ট বেসিস-এ) আমদানীর পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ-১০ দ্রষ্টব্য) এবং পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত সকল বিষয়বস্তু ও বিধি বিধান জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬ এর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ সমভাবে প্রযোজ্য হবে।					
১৫৫.	জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬ এর বিষয়বস্তু জাতীয় আমদানী ও রপ্তানী নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা সর্বজনীন হবে।			
১৫৬.	সকল আমদানীযোগ্য পণ্য ও সেবা খালাস প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক ও ত্বরান্বিতকরণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে আমদানী প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সহজ হবে; ভ্যাট, ট্যাক্স, শুল্ক ও আবগারী ফাঁকি দেয়ার সুযোগ কমবে; দূর্নীতি কমবে।			
উদ্দেশ্য-১১ঃ ই-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের সাধারণ নিয়মাবলী।						
১৫৭.	ই-বাণিজ্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ আইন-১৯৮০ (প্রচার ও সুরক্ষা) ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ প্রবিধান ১৯৮৯-তে বর্ণিত বিধি-বিধান, আইন, আদেশ অবশ্য প্রতিপালনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।					
১৫৮.	ই-বাণিজ্য খাতে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী ই-বাণিজ্য কোম্পানী ও অনুরূপ বিদেশী কোম্পানী ৫১ঃ৪৯ ইক্যুইটি ভিত্তিক মালিকানা ব্যবস্থায় প্রযোজ্য হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	দেশীয় ই-বাণিজ্য শিল্প অধিকতর বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে; অর্থ পাচার রোধে সহায়ক হবে।			
১৫৯.	ই-বাণিজ্য খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন এর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে, দেশীয় ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থসমূহকে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন	দেশীয় ই-বাণিজ্য শিল্প বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	প্রাধান্য দেয়া হবে এবং বিদেশী ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রি যাতে দেশীয় কোন ইন্ডাস্ট্রীর সাথে যৌথ বিনিয়োগ ব্যতীত এককভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারে সে বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণীত নীতিমালায় প্রতিফলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	কর্তৃপক্ষ				
১৬০.	যৌথ ই-বাণিজ্য এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবসায়ী নিবন্ধনসমূহ বাংলাদেশী অংশীদারের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে হতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	দেশীয় ই-বাণিজ্য শিল্প বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।			
১৬১.	বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং মূলধন ও লভ্যাংশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ক যুগোপযোগী পলিসি প্রণয়ন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ই-বাণিজ্য বিষয়ে সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
১৬২.	আইনী কাঠামোতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও বরাদ্দ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন এ স্বচ্ছতা বাড়বে।			
১৬৩.	Venture Capital ফার্মসমূহের জন্য দ্বৈত করনীতি বাতিলপূর্বক one-level tax ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড				
উদ্দেশ্য-১২ঃ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।						
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১২.১ঃ দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের সকল ধরণের শিল্প বিকাশে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।						
১৬৪.	সারা দেশের গ্রাম ও মফস্বল শহরে ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের শিল্প বিকাশকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে তা ই-বাণিজ্য খাতে অন্তর্ভুক্ত করার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,	প্রান্তিক পর্যায়ে ই-বাণিজ্য ভোক্তা ও ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তৈরী হবে।	ঢাকা বিভাগ	যে কোন ৪টি বিভাগ	সারাদেশ

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক				
১৬৫.	গ্রামীন ক্ষুদ্র পর্যায়ের শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	✓	✓	✓	✓
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১২.২ঃ সারাদেশে SMME-ভুক্ত শিল্প বিস্তার করার উদ্যোগ গ্রহণ।						
১৬৬.	ই-কমার্সের সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবা এর নতুন নতুন মার্কেট সৃষ্টি এবং চাহিদা অনুযায়ী সারাদেশে SMME-ভুক্ত শিল্প বিস্তার করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাত এর কাঙ্খিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।	রাজধানী সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১২.৩ঃ আইসিটি বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবী তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।						
১৬৭.	দেশের আইসিটি শিল্প বিকাশের স্বার্থে আইসিটি বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবী তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ				
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১২.৪ঃ স্থানীয় ই-বাণিজ্য খাতের সামগ্রিক উন্নয়নে এবং ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।						
১৬৮.	জেলা ভিত্তিক একটি করে সারা দেশে মোট ৬৪টি সরকারী আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। সরকারী আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্র উক্ত জেলার গ্রাম পর্যায়ের ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের কর্তৃক তৈরীকৃত প্রদর্শণ ও দেশ-বিদেশে বিক্রয়ের উপযুক্ত পণ্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	প্রান্তিক পর্যায়ের ই-বাণিজ্য ভোক্তা ও ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হবে এবং ই-বাণিজ্য খাত এর অধিকতর উন্নয়ন সাধন হবে।	ঢাকা বিভাগ	যে কোন ৪টি বিভাগ	সারাদেশ
১৬৯.	সারা দেশের সকল আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো Inter-Operable সিস্টেম এর মাধ্যমে পরস্পরের সাথে এবং কেন্দ্রীয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন বেগবান হবে।	✓	✓	✓

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	পোর্টাল এর সাথে সংযুক্ত থাকবে।					
১৭০.	আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ই-বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার তদারকি করবে এবং আইসিটি পেশাজীবী দক্ষ জনবল তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষ জনবলের (ক্যাটাগরী ভিত্তিক) তথ্যচিত্র (ইংরেজী ও বাংলা ভাষায়) সংগ্রহ ও হালনাগদ করে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাই-এ প্রদর্শণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আইসিটি-ভিত্তিক পেশাজীবী ও দক্ষ জনবল তৈরী হবে; প্রযুক্তিগত ও ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হবে।	✓	✓	✓
১৭১.	আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো উক্ত জেলার আইসিটি-স্বাক্ষর জনবলের তালিকা (বায়োডাটা সহ) তাদের ওয়েবসাইট এ শ্রমপণ্য তালিকায় প্রদর্শণ করবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
১৭২.	গ্রাম ও মফস্বল শহরে ক্ষুদ্র ও মধ্যম পর্যায়ের সকল ধরণের শিল্প বিকাশ এর স্বার্থে আন্তঃজেলা ই-বাণিজ্য কেন্দ্র এর মাধ্যমে স্বল্প সুদে (গ্রেস পিরিওড সহ) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	✓	✓	✓	✓
উদ্দেশ্য-১৩ঃ ডিজিটাল মার্কেটিং।						
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৩.১ঃ ওয়েব ভিত্তিক ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপণ ব্যবস্থায় পরিচালিত ই-বাণিজ্য বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ-এ উদ্যোগ গ্রহণ।						
১৭৩.	ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট সুবিধা ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যম যেমন ফেসবুক, লিঙ্কড-ইন ও গুগল সার্চ ইঞ্জিন, ওয়েব ও ডিজিটাল যে কোন মিডিয়া ভিত্তিক মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপণ ব্যবস্থায় পরিচালিত ই-বাণিজ্য বাণিজ্য সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ-এ উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাত বিষয়ক প্রচারণা দ্রুত ও কার্যকর হবে।			
১৭৪.	ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে কর অব্যাহতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড				
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৩.২ঃ বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও সনদ গ্রহণ বাধ্যবাধকতামূলক করা।						

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
১৭৫.	যে কোন পণ্য বা সেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ওয়েব ভিত্তিক ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপনব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও সনদ গ্রহণ বাধ্যবাধকতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	দেশে ও বিদেশে বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত অধিক আস্থাশীল হবে; সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৩.৩ঃ বিজ্ঞাপনে শঠতামূলক কর্মকান্ড নিরোধের আইনী ব্যবস্থা স্থিরকরণ।						
১৭৬.	ওয়েব ভিত্তিক ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপনব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শঠতামূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্যসুনির্দিষ্ট আইনী ব্যবস্থা স্থিরকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	শঠতামূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে; ই-বাণিজ্য খাত আস্থাশীল হবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৩.৪ঃ বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিল প্রদান প্রক্রিয়া ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ।						
১৭৭.	বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিল প্রদান প্রক্রিয়া ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থাকরণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কর্মকান্ড এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৩.৫ঃ ই-বাণিজ্য খাত এর অধিকতর উন্নয়নে প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ভ্যাট ও কর অব্যাহতি সহ নানাবিধ সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।						
১৭৮.	ই-বাণিজ্য খাত এর অধিকতর উন্নয়নে প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে ই-কমার্স কোম্পানীকে ভ্যাট ও কর অব্যাহতি সহ নানাবিধ সুবিধার আওতায় আনারপদক্ষেপ গ্রহণ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ই-বাণিজ্য খাত এর দ্রুত প্রসার ঘটবে; ই-বাণিজ্য উদ্যোক্তা ও ভোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।			
১৭৯.	ই-কমার্স কোম্পানীকে কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য Tax Deduction at Source (TDS) হতে অব্যাহতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	জাতীয় রাজস্ব বোড				
১৮০.	ই-কমার্স কোম্পানী এর ভবন ভাড়া ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধার আওতায় আনারপদক্ষেপ গ্রহণ।	জাতীয় রাজস্ব বোড				
উদ্দেশ্য-১৪ঃ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং ও মেইনটেন্যান্স এবং কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট।						
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৪.১ঃ ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন।						

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
১৮১.	World Trade Center (WTO) কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং এন্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ক কপিরাইট স্বত্ব সংরক্ষিত হবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৪.২ঃ কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।						
১৮২.	কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।		কনটেন্ট এর কপিরাইট স্বত্ব সংরক্ষিত হবে।			
উদ্দেশ্য-১৫ঃ ই-বাণিজ্য সহায়ক বিষয়সমূহ।						
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.১ঃ ই-বাণিজ্য ইন্ডাস্ট্রীর এর সম্পদের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত মেকানিজম প্রয়োগ।						
১৮৩.	ই-বাণিজ্যইন্ডাস্ট্রি/ কোম্পানীর সম্পদের যথাযথ ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করার সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া চালুকরণ এবং কোম্পানী র‍্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তনে একটি কমিটি গঠন।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের ই-বাণিজ্য খাত এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর আস্থাশীল হবে; বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.২ঃ আর্থিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান।						
১৮৪.	ই-বাণিজ্য শিল্পদ্যোক্তা এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকৃত সফটওয়্যার রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ প্রণোদনা/বোনাস প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৩ঃ স্বল্পসুদে ব্যাংক ঋণ এর ব্যবস্থা।						
১৮৫.	ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব লজিস্টিক ও ডেলিভারী চ্যানেল চালু করণে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও সহনীয় সূদে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়ন সহজ হবে।			

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৪ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এর শিল্প সহায়ক লোন স্কীমে আইসিটি বিষয়ক ইন্ডাস্ট্রী এবং SMME-ভুক্ত শিল্পের অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকার প্রদান।						
১৮৬.	Equity and Entrepreneurship Fund (EEF) সহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর শিল্প সহায়ক সকল লোন স্কীমে আইসিটি বিষয়ক ইন্ডাস্ট্রী এবং SMME-ভুক্ত শিল্পের অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকার প্রদান।	বাংলাদেশ ব্যাংক	ই-বাণিজ্য শিল্প বিকাল সহজতর হবে; ই-বাণিজ্য এর প্রভুত উন্নয়ন সাধনে সহায়ক হবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৫ঃ সারাদেশের সড়ক অবকাঠামোগত উন্নয়ন।						
১৮৭.	যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিক্রেতা কর্তৃক ঘোষিত অঙ্গীকার এবং ক্রেতা কর্তৃক সেবা প্রাপ্তির মধ্যে সৃষ্ট সন্দেহ আর অসন্তোষ নিরসনে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন ও ভোক্তাদের জন্য আস্থাজনক পরিবেশ উন্নয়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাত গতিশীলতা পাবে; ব্যবসায়ী ও ভোক্তা অসন্তোষ হ্রাস পাবে; ই-বাণিজ্য এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভবপর হবে।			
১৮৮.	ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি/বিদ্যমান রাস্তা টেকসই উপায়ে মেরামত করার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ	ই-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের অন্যতম উপাদান ডেলিভারী চ্যানেল সৃষ্টির পথ সুগম হবে এবং ই-বাণিজ্য খাত গতিশীল হবে।	সকল জেলা শহর থেকে উপজেলা সদর, ইউনিয়ন পরিষদ ও ওয়ার্ড পর্যায়	গ্রাম পর্যায়	মহল্লা পর্যায়
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৬ঃ কর অবকাশ ও কর অব্যাহতি।						
১৮৯.	আইসিটি সহ ই-বাণিজ্য শিল্পদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে কর অবকাশ, রাজস্ব ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।	অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	আইসিটি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে; কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৭ঃ প্রান্তিক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যে ব্রডব্যান্ড ও উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান।						
১৯০.	দেশব্যাপী প্রান্তিক পর্যায়ে স্বল্পমূল্যেব্রডব্যান্ড ও উচ্চ ব্যান্ডউইথ সম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	ইন্টারনেট অবকাঠামো ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; সারাদেশের সকল জনগোষ্ঠীডিজিটাল	রাজধানী সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা শহর	সকল উপজেলা	সকল ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
			বাংলাদেশ প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত হবে।			
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৮ঃ বাংলাদেশ পোস্টাল ও কুরিয়ার সার্ভিস সেবা উন্নয়ন।						
১৯১.	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কার্যকরী ও প্রতিযোগিতামূলক লজিস্টিক পরিবেশ যুগোপযোগীকরণ এর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	ই-বাণিজ্য খাত গতিশীলতা পাবে; ব্যবসায়ী ও ভোক্তা অসন্তোষ হ্রাস পাবে; ই-বাণিজ্য এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভবপর হবে।			
১৯২.	ই-কমার্সের মাধ্যমে যে কোন পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেনা-বেচা ও লেনদেনের স্বার্থে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লজিস্টিক সেবা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কুরিয়ার সার্ভিস সংগঠন	ই-বাণিজ্য খাত গতিশীলতা পাবে; ব্যবসায়ী ও ভোক্তা অসন্তোষ হ্রাস পাবে; ই-বাণিজ্য এর কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভবপর হবে।			
১৯৩.	দেশের পোস্টাল সার্ভিস এর অবকাঠামো-তে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংযোজন এর মাধ্যমে সকল পোস্ট অফিস-কে 'পোস্ট ই-সেন্টার' এ রূপান্তর এবং পোস্টাল সার্ভিস প্যাকেজ প্রদান ইত্যাদি সময়োপযোগী সৃজনশীল পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পোস্টাল সেবার যথাযথ উন্নয়ন সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	কার্যকরী লজিস্টিক পরিবেশ অধিকতর ডেলিভারী চ্যানেল সৃষ্টি এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী ভোক্তার নিকট ডেলিভারী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ই-বাণিজ্য খাতে ভোক্তার আস্থা অর্জনে সহায়তা করবে; এতে ভোক্তা সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়ন অধিকতর ত্বরান্বিত হবে।	সকল জেলার জিপিও এর সাথে গ্রামীন সকল পোস্ট সার্ভিস নিয়মিতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।	সকল পোস্ট অফিসে জনবল বৃদ্ধিকরণ	সকল পোস্ট অফিসকে ডিজিটাল সুবিধার আওতায় আনা
১৯৪.	দেশের কুরিয়ার শিল্পের কাঙ্খিত উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান,	ডাক ও টেলিযোগাযোগ	পণ্য ডেলিভারী চ্যানেল সৃষ্টির	সকল উপজেলা পর্যায়	সকল ইউনিয়ন	সকল ওয়ার্ড পর্যায়

ক্রমিক নং	করণীয় বিষয়বস্তু	প্রাথমিক বাস্তবায়নকারী	প্রত্যাশিত ফলাফল	স্বল্প-মেয়াদী	মধ্য-মেয়াদী	দীর্ঘ-মেয়াদী
	কুরিয়ার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, কুরিয়ার সার্ভিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ই-ক্যাব, আইসিটি বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে কুরিয়ার শিল্প ও সেবা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।	মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কুরিয়ার সার্ভিস সংগঠন	সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং ই-বাণিজ্য খাত গতিশীল হবে।		পর্যায়	
কৌশলগত উদ্দেশ্য-১৫.৯ঃ ই-বাণিজ্য এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)-কে স্বীকৃতি প্রদান।						
১৯৫.	দেশে ই-বাণিজ্য খাত এর সামগ্রিক উন্নয়ন এর স্বার্থে ই-ক্যাব-কে দেশের একমাত্র ই-বাণিজ্য এসোসিয়েশন হিসেবে এ নীতিমালার আওতায় স্বীকৃতি প্রদান।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	দ্রুত পরিবর্তনশীল ই-বাণিজ্য খাত সম্পর্কিত বিষয়ে বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করা, প্রতিবেদন তৈরী, সময়ে সরকারকে সুপারিশ প্রদান, ই-বাণিজ্য খাত এর উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান সহ নানাবিধ কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের ই-বাণিজ্য খাতের কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন।			

অধ্যায়-০৫

জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ই-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আইসিটি বিভাগের সহযোগিতায় তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-বাণিজ্য কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে।

জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি (বেসরকারী ই-বাণিজ্য খাতের প্রতিনিধি এর সমন্বয়ে) আইসিটি বিভাগ কর্তৃক নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করা।

নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক নীতিমালা পুনঃমূল্যায়ন, সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা।

জাতীয় ই-বাণিজ্য নীতিমালা, ২০১৬ এর রূপকল্প ও উদ্দেশ্যসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশে ই-বাণিজ্য খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন হবে এবং সারাদেশে শিল্প বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এবং বাংলাদেশ অদূরভবিষ্যতে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।